সূচিপত্র

ক্রম	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১.	অবতরণিকা	৩
২.	চা চাষের আর্থিক ও অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা	৩
৩.	চা শিল্পের অর্জিত সাফল্য	৫
৪.	চা শিল্পের বর্তমান অবস্থা	৫
	ক. উৎপাদন ও অভ্যন্তরীণ ভোগের প্রভাব	৫
	খ. চা আমদানির নেতিবাচক প্রভাব	৬
	গ. চা চাষ এলাকার বর্তমান অবস্থা	৬
	ঘ. ইজারা পদ্ধতি	৬
	ঙ. শ্রমিক মজুরী	৬
	চ. চা প্রক্রিয়াজাতকরণ মেশিনারিজ ও স্পেয়ার পার্টস আমদানি	৬
	ছ. বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ	৬
	জ. চট্টগ্রামের চা বাগান সমূহে গ্যাস সংযোগ থাকা	৭
	ঝ. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব	৭
	ঞ. মাটির উর্বরতা হ্রাস	৭
৫.	চা বাগানের মালিকানার ধরণ	৭
৬	চা বাগান মালিক পক্ষের ভূমিকা	৭
৭.	ব্যক্তিগত ব্যতিক্রমী উদ্যোগ	৭
৮.	বাংলাদেশ চা বোর্ডের গঠন ও কার্যাবলী	৮
৯.	চা বিপণন ও আধুনিকায়ন	৮
	ক. চা নিলাম পদ্ধতি	৮
	খ. চায়ের ব্রান্ডিং	৮
১০.	প্রভাব	৮
১১.	চা শিল্প উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা	৯
	ক. চাহিদা মেটানো	৯
	০১. সম্প্রসারণের সুযোগ	৯
	০২. পুনরাবাদ এর মাধ্যমে উৎপাদশীলতা বৃদ্ধিকরণ	১০
	০৩. নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদশীলতা বৃদ্ধিকরণ	১০
	০৪. ক্ষুদ্রায়াতন চা চাষাবাদের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাসকরণ	১০
	খ. কর্মসংস্থান	১০
	গ. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা	১০
	ঘ. বৈদেশিক মুদ্রা আয়	১০
	ঙ. দেশীয় অর্থনীতিতে অবদান	১০
১২	চা শিল্প ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন	১০
১৩	চা শ্রমিকদের জন্য সরকারের সেবামূলক কর্মকান্ড	১১
১৪	চা শিল্প উন্নয়নে সরকারী বেসরকারী সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা	১১
১৫.	ভবিষ্যৎ সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা	১১
	ক. ভূমি ব্যবহার ও চা চাষের উপযোগী ভূমি নির্বাচন	১১
	খ. আমদানি ও উৎপাদন এর মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক খাত নির্ধারণ	১১
	গ. চা চাষে সেচের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি নির্ধারণ	১২
১৬.	চা খাত উন্নয়নের জন্য কৌশলগত দূরদৃষ্টি (Vision)	১২
	ক. আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন	১২
	খ. রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ	১২
	গ. কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি	১২
	ঘ. দারিদ্র্য বিমোচন	১২
	ঙ. নারীর ক্ষমতায়ান ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা	১২

চ. স্বাস্থ্য সেবা ১২
ছ. চা কারখানা আধুনিকীকরণ ১২
জ. অবকাঠামো উন্নয়ন ১২
ঝ. পরিবেশ উন্নয়ন ১২
১৭. বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন ২০২১ এর পরিকল্পনা ১৩
১৮. ২০০৯ সালে প্রণীত বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন ২০২১ ১৩
ক. কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা 'ভিশন-২০২১' এর লক্ষ্য ১৩
খ. বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন ২০২১ এর যৌক্তিকতা ১৩
১৯. বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন ২০২১ এর সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ ১৪
২০. বাংলাদেশ চা শিল্পের সমস্যা ও সমাধান ১৪
২১. চা আবাদ সম্প্রসারণে ঝুঁকিসমূহ ১৪
ক. শস্য আবাদ ধরণের পরিবর্তন ১৪
খ. আবহাওয়া পরিবর্তন ১৫
গ. অতিরিক্ত চা আমদানি ১৫
ঘ. চা শিল্পে শ্রমিক স্বল্পতা ১৫
২২. চা শিল্পের উন্নয়নের কর্মপরিকল্পনা ১৫
ক. স্বল্প মেয়াদী (৫ বছরের জন্য) ১৫
খ. মধ্য মেয়াদী (১০ বছরের জন্য) ১৬
গ. দীর্ঘ মেয়াদী (১০ বছরের অধিক মেয়াদী) ১৬
ঘ. মাস্টার পরিকল্পনা ১৬
ঙ. স্বল্পমেয়াদী (ক), মধ্যমেয়াদী (খ) এবং দীর্ঘমেয়াদী (গ) এর সমন্বয়ে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য ২০১৬ হতে ২০৩০ সন পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা ১৭
২৩. বাংলাদেশ চা শিল্পের জন্য গৃহীত উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা সমুহ ১৭
ক. উন্নয়নশীল চা বাগানগুলোর উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ২৭
খ. স্বল্প উন্নত চা বাগানগুলোর উন্নয়ন ২৮
গ. ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ সম্প্রসারণ ২৯
ঘ. চা কারখানা সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণ ৩১
ঙ. প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট শক্তিশালীকরণ ৩২
চ. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ৩২
ছ. অবকাঠামোগত উন্নয়ন ৩৩
জ. চা বাগানের সেচ সুবিধাদির উন্নয়ন ৩৩
ঝ. চা বাগানে শ্রমিক কল্যাণ ৩৪
ঞ. চা বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ৩৫
২৪. চা এর সরবরাহ ও চাহিদা ৩৬
২৫. অর্থায়ন পদ্ধতি ৩৬
২৬. চা শিল্পে মূল্য সংযোজন ৩৬
ক. চা এর উদ্দিষ্ট ভোক্তা ৩৬
খ. প্রচারণা ৩৬
গ. দ্রব্য পার্থক্যকরণ(পণ্য বিভেদ) ৩৬
২৭. বাংলাদেশের চায়ের জন্য ব্র্যান্ড তৈরি ৩৬
২৮. সুপারিশ ৩৭
২৯. পথ নকশায় পরিকল্পিত কর্মকান্ড বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ৩৭
৩০. উপসংহার ৩৭

উন্নয়নের পথ নকশাঃ বাংলাদেশ চা শিল্প

১. **অবতরণিকা:** চা বর্তমানে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয় । বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ লোক এটি পান করে থাকে। ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনিছড়ায় প্রথম বাণিজ্যিক চা চাষ শুরু হয় । ক্রমান্বয়ে চা আবাদ শ্রমঘন কৃষি ভিত্তিক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে চা খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে চা শিল্পের বিকাশে জাতির পিতা বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। ১৯৫৭-৫৮ সময়ে তিনি বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সময়ে চাষাবাদ, কারখানা উন্নয়ন এবং শ্রম কল্যাণের ক্ষেত্রে চা শিল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় । তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং কার্যকর উ দ্যোগের ফলে চা'এর উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে এ দেশের চা শিল্পের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে চা শিল্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অধিকাংশ চা কারখানা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। ফলে দুর্বল ব্যবস্থাপনা, জনবল স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত উৎপাদন উপকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত কারখানা যন্ত্রপাতি, দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কারণে চায়ের উৎপাদন ও গুণগতমান ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এই বিধ্বস্ত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্বাসিত করা সম্ভব হয়। স্বাধীনতাত্তোর নতুন সরকার চা শিল্পের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য চা বাগানগুলোর পুনর্বাসন, নতুন চা এলাকা সম্প্রসারণ, চা কারখানা আধুনিকীকরণ, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ জোরদারকরণের লক্ষ্যে কয়েকটি সম্ভাব্য সমীক্ষা পরিচালনা করে। এ সময়ে চা শিল্পের পুনর্বাসন ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু কমনওয়েলথ সচিবালয়কে অনুরোধ জানান। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে এদেশের উৎপাদিত চা কেবল মাত্র পাকিস্তানে বিক্রয় করা হতো। এ সময়ে চা পাকিস্তানের বাজার উপযোগী করে তৈরী করা হতো। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে উৎপাদিত চায়ের একক ও সুরক্ষিত পাকিস্তানি বাজার হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে চায়ের নিলাম মূল্য উৎপাদন খরচের নিচে নেমে যায়। এসময় সরকার বিকল্প রপ্তানি বাজার অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন। চা শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২-১৯৭৪ সন পর্যন্ত চা উৎপাদনকারীদের নগদ ভর্তুকি প্রদান করার পাশাপাশি ভর্তুকি মূল্যে সার সরবরাহ করেন। চা কারখানাগুলো পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু 'ইন্ডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' থেকে ৩০ লক্ষ ভারতীয় মুদ্রা মূল্যের ঋণ নিয়ে চা শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি করেন। বঙ্গবন্ধু চা বাগান মালিকদেরকে ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা সংরক্ষণের অনুমতি প্রদান করেন।

এক সময় চা আমাদের গৌরবময় রপ্তানি পণ্য ছিল । সময়ের বিবর্তনে উৎপাদনের নিম্নগতি, অভ্যন্তরীণ চাহিদার ক্রমবৃদ্ধি এবং চা উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে চায়ের রপ্তানি হ্রাস পায়। বর্তমানে ও বাংলাদেশের চা শিল্প বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অপর্যাপ্ত অর্থায়ন, উৎপাদন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি এবং অনুন্নত অবকাঠামো। এ সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং চা শিল্পের উন্নয়নে এ পথ নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. চা চাষের আর্থিক ও অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা: ১৮৫৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম চা চাষ শুরু হয়। সে হিসেবে বাংলাদেশে চা চাষের বয়স প্রায় ১৫০ বৎসর। তৎসময়ে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের পর চা গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য হিসেবে বিবেচিত হত। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিসহ নানা কারণে চা রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে চা চাষে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ৫৯,০১৮ হেক্টর। ২০১৫ সনে হেক্টর প্রতি চা উৎপাদন ১,২৭০ কেজি [মোট চা উৎপাদন ৬৭.৩৮ মিলিয়ন কেজি ÷ মোট চাষাধীন এলাকা ৫৯,০১৮ হেক্টর – ০ হতে ৫ বছরের অপরিণত এলাকা ৫৯৬৩ হেক্টর = ১২৭০ কেজি]। বর্তমানে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারীসহ উত্তরাঞ্চলীয় জেলাসমূহে ক্ষুদ্রায়াতন চায়ের আবাদ শুরু হয়েছে। "Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশে ক্ষুদ্রায়াতন চা আবাদ আশাব্যঞ্জক সাফল্য লাভ করেছে। এ পর্যন্ত চা শিল্পে প্রায় ১,৩৩,০০০ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে ঢালু জমিতে চা চাষ ব্যতীত অন্য কোন চাষাবাদ লাভজনক হয় না। চা আবাদযোগ্য জমিতে অন্য কোন চাষাবাদ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয় না বিধায় চা চাষে আমাদের অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।

বিদ্যমান ১৬২টি চা বাগানের ভূমির প্রকৃতি পর্যালোচনায় দেখা যায় এগুলির আওতাধীন ১,১৪,৭৮১.৮১ হেক্টর জমির মধ্যে মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৬৪,৮৮৬.২৫ হেক্টর। এসকল জমির বিবরণ নিম্নরুপঃ

টেবিল-১

চা চাষযোগ্য জমির বিবরণ নিম্নরুপঃ

জমির প্রকৃতি	পরিমাণ (হেক্টর)	%
মোট জমি	১,১৪,৭৮১.৮১	
চাষযোগ্য জমি	৬৪,৮৮৬.২৫	৫৬.৫৩% (১,১৪,৭৮১.৮১ হেক্টর জমির মধ্যে)
টিলা	৩৮,৯৩১.৭৫	৬০% (৬৪,৮৮৬.২৫ হেক্টর জমির মধ্যে)
সমতল	২৫,৯৫৪.৫০	৪০% (৬৪,৮৮৬.২৫ হেক্টর জমির মধ্যে)
চাষের আওতায় জমি	৫৯,০১৮	৫১.৪২% (১,১৪,৭৮১.৮১ হেক্টর জমির মধ্যে)
টিলা	৩৫,৪১১	৬০.০০% (৫৯,০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে)
সমতল	২৩,৬০৭	৪০.০০% (৫৯,০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে)
চা সম্প্রসারণযোগ্য জমি	৫৮৬৮.২৫	৯.০৪% (৬৪,৮৮৬.২৫ হেক্টর জমির মধ্যে)

উপরের টেবিল থেকে দেখা যায় মোট চা চাষযোগ্য জমির ৬০% টিলা এবং ৪০% সমতল। এসব জমিতে জৈব পর্দাথের পরিমাণ প্রায় ১.৪৭%। এত কম উর্ব্বর জমিতে চা ছাড়া আর কোন ফসল চাষাবাদ করা অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক নয় । এ কারণেই গত প্রায় ১৫০ বছর ধরে এসব জমিতে শুধু চা চাষ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক বিবেচনায় চা সম্প্রসারণযোগ্য ৫৮৬৮ হেক্টর জমি চা আবাদের আওতায় আনতে হবে।

টেবিল-২

চা চাষ বহির্ভূত জমির বিবরণ নিম্নরুপঃ

জমির প্রকৃতি	পরিমাণ (হেক্টর)	%
কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমি(হেক্টর) রাবার, বাঁশ, রোপিত গাছ, প্রাকৃতিক জঙ্গল,ছণ	২৩,৪২৩.২৯ হেক্টর	৪৬.৯৫% (৪৯,৮৯৫.৫৬ হেক্টর জমির মধ্যে)
ধান ক্ষেত	১১,৯৯৯.৮২ হেক্টর	২৪.০৫% (৪৯,৮৯৫.৫৬ হেক্টর জমির মধ্যে)
পতিত জমি, জলাশয়, শ্রমিক গৃহ মসজিদ,মন্দির, গীর্জা, কবর, শ্মশান, কারখানা, বাংলো, স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তা	১৪,৪৭২.৪৫ হেক্টর	২৯% (৪৯,৮৯৫.৫৬ হেক্টর জমির মধ্যে)
মোট জমির পরিমান	৪৯,৮৯৫.৫৬ হেক্টর	

বিদ্যমান ১৬২টি চা বাগানের রির্টান-২ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট ভূমির পরিমাণ ১,১৪,৭৮১.৮১ হেক্টর । তন্মধ্যে চা চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৬৪,৮৮৬.২৫ হেক্টর। বাকী ৪৯,৮৯৫.৫৬ হেক্টর জমি চা বহির্ভূত এলাকা। চা চাষ বর্হিভূত ৪৯,৮৯৫.৫৬ হেক্টর জমির মধ্য হতে ২৩,৪২৩.২৯ হেক্টর জমিতে রাবার, বাঁশ, রোপিত গাছ, প্রাকৃতিক জঙ্গল, ছণ ইত্যাদি আছে, যা চা চাষ বহির্ভূত জমির ৪৬.৯৫% এবং মোট জমির ২০.৪১%। এখানে উল্লেখ্য এ জমি চা বাগনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা চা চাষের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোন কারণে বাঁশ, রোপিত গাছ এবং প্রাকৃতিক জঙ্গাল কমে গেলে চা চাষ বিপর্যস্ত হতে পারে। তা ছাড়াও ১১,৯৯৯.৮২ হেক্টর জমিতে ধান চাষ করা হয়। এ জমিতে চা শ্রমিকরা ধান চাষ করছে। চা বাগানের রেজিষ্টার্ড শ্রমিকদেরকে রেশন দেয়া হয়। যে সব রেজিষ্টার্ড শ্রমিক রেশন নিতে আগ্রহী নয় তাদেরকে চা বাগানের পঞ্চায়েতের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে বাগান কর্তৃপক্ষ ধান চাষের জন্য এ জমি বন্টন করে থাকে। ১৪,৪৭২.৪৫ হেক্টর জমিতে শ্রমিকগৃহ, মসজিদ,মন্দির, গীর্জা, কবর, শ্মশান, কারখানা, বাংলো, স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তা, পতিত জমি ও জলাশয় অবস্থিত। এটাও বাগানের অবিচ্ছেদ্য অংশ অর্থাৎ ১৬২টি চা বাগানের আওতাধীন ১,১৪,৭৮১.৮১ হেক্টর জমির মধ্যে পুরোটাই চা উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইতিমধ্যে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারীসহ উত্তরাঞ্চলীয় জেলাসমূহে এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ক্ষুদ্রায়াতন চায়ের আবাদ শুরু হয়েছে। “Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh " এবং “Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts " শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্রায়াতন চা আশাব্যঞ্জক সাফল্য লাভ করেছে এবং চা চাষ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। নর্দার্ন বাংলাদেশ, লালমনিরহাট এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলার জন্য ৩টি প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে।

৩. চা শিল্পের অর্জিত সাফল্য: প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বিবিধ প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্বেও চা রোপণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, কারখানা উন্নয়ন, উৎপাদন প্রক্রিয়া সুসংহতকরণ, শ্রমকল্যাণ, চা বাগান পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ অর্জনে সরকারের কার্যকর নীতি এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের দৃঢ় অঙ্গিকার ও নিরলস প্রচেষ্টা নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। নিম্নে সংক্ষেপে কতিপয় অর্জন সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

ক. চা উৎপাদন ১৯৭০ সালের ৩১.৩৮ মিলিয়ন কেজি থেকে ২০১৫ সালে ৬৭.৩৮ মিলিয়ন কেজিতে উন্নীতকরণ;
খ. চা চাষের জমি পরিমাণ ১৯৭০ সালের ৪২,৬৩৭ হেক্টর থেকে ২০১৫ সালে ৫৯,০১৮ হেক্টরে উন্নীতকরণ;
গ. চা বাগানের সংখ্যা ১৯৭০ সালের ১৫০ টি থেকে ২০১৪ সালে ১৬২ টিতে উন্নীতকরণ;
ঘ. চায়ের উৎপাদনশীলতা ১৯৭০ সালের ৬৩৯ কেজি/হেক্টর থেকে ২০১৫ সালে ১২৭০ কেজি/হেক্টরে উন্নীতকরণ;
ঙ. ২৩,৬৭১.৪২ হেক্টর জমি শস্য বহুমুখীকরণ এবং বিকল্প কাজে ব্যবহার;
চ. ১৩,৩১৮.৯৪ হেক্টর জমিতে পরিকল্পিত বনায়ন;
ছ. ১০০ জনকে বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
জ. ১৮ টি উচ্চ ফলনশীল ক্লোন উদ্ভাবন;
ঝ. ৪ টি বাইক্লোন এবং ১টি পলিক্লোন জাত তৈরি;
ঞ. সমগ্র বাংলাদেশে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, পঞ্চগড়, ঠাঁকুরগাও, নীলফামারি, দিনাজপুর, লালমণিরহাট, জামালপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোণা, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলায় মোট ১,০১,৭২৪ হেক্টর ক্ষুদ্রায়তন চা চাষযোগ্য জমি চিহ্নিতকরণ;
ট. বান্দরবান, পঞ্চগড়, ঠাঁকুরগাও ও লালমণিরহাট জেলায় ১৬০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা আবাদ;
ঠ. ৩৯ টি চা বাগানে ৩৯ টি বাঁধ/জলাধার নির্মাণ;
ড. ৬৬ টি চা বাগানে ৬৬ টি সেচ যন্ত্র প্রদান; এবং
ঢ. চা বাগানে ব্যবহৃত কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ (Residue) নিরূপণের জন্য ১ টি পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৪. চা শিল্পের বর্তমান অবস্থা: বর্তমানে ১৬২ টি চা বাগানের আওতায় মোট ১,১৪,৭৮১.৮১ হেক্টর জমি রয়েছে। চা চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৬৪,৮৮৬.২৫ হেক্টর। তন্মধ্যে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৫৯,০১৮ হেক্টর জমি চা চাষের আওতায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যতে চা রোপণযোগ্য জমি ৫৮৬৮.২৫ হেক্টর এবং বাগানের অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জমি ৪৯৮৯৫.৫৬ হেক্টর।

পাই চিত্র- ১ (চা বাগানের জমি ব্যবহার)

রেখা চিত্র- ১

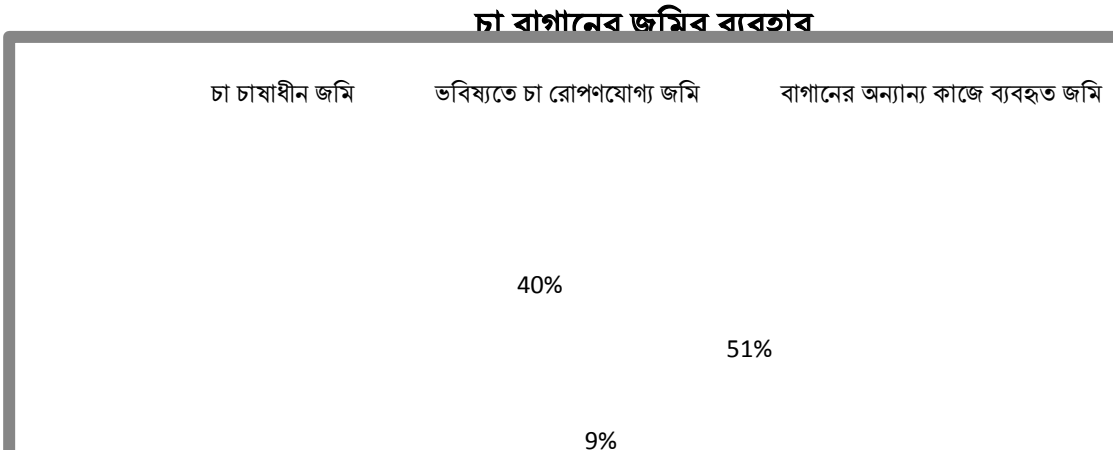

ক. উৎপাদন ও অভ্যন্তরীণ ভোগের প্রভাব: ২০১৫ সালে দেশে ৬৭.৩৮ মি. কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে। ০.৪৯মি. কেজি চা রপ্তানি হয়েছে। অন্যদিকে, বর্ণিত বছরে ১০.৬৮ মি. কেজি চা আমদানি হয়েছে। অভ্যন্তরীন ভোগে লেগেছে ৭৭.৫৭ মি: কেজি। অভ্যন্তরীন উৎপাদন ও আমদানি বিবেচনায় বর্তমানে ৫.২৫% হারে বাৎসরিক অভ্যন্তরীণ ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে পক্ষান্তরে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে ২.৪২% হারে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ হতে ১৯৮০-১৯৮৯ সময়ে গড়ে ৬৮%, ১৯৯০-১৯৯৯ সময়ে ৫০%, ২০০০-২০০৯ সময়ে ১৯% এবং ২০১০-২০১৩ সময়ে ২% চা রপ্তানি করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ভোগের এই বৃদ্ধি অব্যহত থাকলে ২০২৫ সালে অভ্যন্তরীণ ভোগের পরিমাণ দাঁড়াবে ১২৯.৪৩ মি: কেজি তার বিপরীতে উৎপাদন হবে মাত্র ৮৫.৫৯ মি: কেজি। অর্থাৎ ৪৩.৮০ মি: কেজি চা আমদানী করতে হবে।

খ. চা আমদানির নেতিবাচক প্রভাব: দিন দিন এদেশে চা আমদানির পরিমাণ বাড়ছে। আগামী ১০ বছরের সম্ভাব্য উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ ভোগ, রপ্তানি ও আমদানির প্রক্ষেপণঃ

টেবিল-৩

১০ বছরে সম্ভাব্য উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ ভোগ, রপ্তানি ও আমদানির প্রক্ষেপণ (Projection)

বছর	সম্ভাব্য উৎপাদন মি: কেজি (গড়ে ২.৪২% উৎপাদন বৃদ্ধি ধরে)	সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ ভোগ মি: কেজি (গড়ে ৫.২৫% ভোগ বৃদ্ধি ধরে)	রপ্তানির পরিমাণ (সম্ভাব্য)	আমদানির পরিমাণ (সম্ভাব্য)
২০১৬	৬৯.০১	৮১.৬৪	০.৫৫	১২.৬৩
২০১৭	৭০.৬৮	৮৫.৯৩	০.৬০	১৫.২৫
২০১৮	৭২.৩৯	৯০.৪৫	০.৬৫	১৮.০৬
২০১৯	৭৪.১৪	৯৫.২০	০.৭০	২১.০৬
২০২০	৭৫.৯৪	১০০.২০	০.৭৫	২৪.২৬
২০২১	৭৭.৭৮	১০৫.৪৬	০.৮০	২৭.৬৮
২০২২	৭৯.৬৬	১১১.০০	০.৮৫	৩১.৩৪
২০২৩	৮১.৫৯	১১৬.৮৩	০.৯০	৩৫.২৪
২০২৪	৮৩.৫৭	১২২.৯৭	০.৯৫	৩৯.৪০
২০২৫	৮৫.৫৯	১২৯.৪৩	১.০০	৪৩.৮৪

উৎপাদন ৫.২৫ হারে বাড়ানো না গেলে প্রতিবছর চা আমদানীর পরিমাণ বাড়তে থাকবে যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। অর্থনীতির ওপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে। চাহিদা বৃদ্ধির কারণে নিম্ন মানের চা বাজারে ঢোকার সম্ভাবনা থাকবে। বাংলাদেশের চা শিল্প ব্যাপক প্রতিযো গিতার মুখে পড়বে যা এই শিল্পের অস্তিত্বের জন্যও হুমকি হতে পারে।

গ. চা চাষ এলাকার বর্তমান অবস্থা: এক সময় চা বাগান এলাকায় জনবসতি প্রায় ছিল না বললেই চলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে চা বাগানের সীমানাতেও জনবসতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যার কারণে ভূমির চাহিদা এবং মূল্য ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় চা বাগানের সীমানা সংলগ্ন জমির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাগান কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন মামলা এবং অনাকাঙ্খিত ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। এতে অর্থ এবং সময়ের অপচয় ঘটছে। যা চা আবাদ সম্প্রসারণ এবং উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ঘ. ইজারা পদ্ধতি: বর্তমানে চা বাগান সমূহকে এ, বি ও সি এ তিনটি শ্রেণিতে প্রাপ্যতা অনুসারে যথাক্রমে ৪০, ৩০ কিম্বা ২০ বছর মেয়াদে ইজারা দেয়া হয়ে থাকে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জেলা প্রশাসক চা বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করে থাকেন । ইজারা চুক্তি সম্পাদন না হলে বাগানসমূহ ব্যাংকের ঋণ এবং অন্যান্য সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ইজারা সম্পাদনের সহজতর প্রক্রিয়া চা উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে।

ঙ. শ্রমিক মজুরী : বর্তমানে চা শ্রমিকদের ২৩ কেজি চা পাতা উত্তোলনের জন্য দৈনিক মজুরী ৮৫/- টাকা। অতিরিক্ত প্রতি কেজি চা পাতা উত্তোলনের জন্য ৩.৬৯/- টাকা হারে মজুরী দেয়া হয়। একজন শ্রমিক চা চয়ন মৌসুমে দৈনিক ১৩০ থেকে ১৭০ কেজি পর্যন্ত চা পাতা উত্তোলন করে থাকে । অর্থাৎ একজন শ্রমিক চা পাতা উত্তোলনের জন্য কর্মক্ষমতা ভেদে দৈনিক ৪৮০/- টাকা থেকে ৬২৭/- টাকা পর্যন্ত উপার্জন করে থাকে। শ্রমিক মজুরী বিষয়টি বাংলাদেশীয় চা সংসদ এবং চা শ্রমিক ইউনিয়ন এর দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

চ. চা প্রক্রিয়াজাতকরণ মেশিনারিজ ও স্পেয়ার পার্টস আমদানি: চা পাতা প্রক্রিয়াকরণের জন্য বাগানসমূহকে চা প্রক্রিয়াজাতকরণ মেশিনারিজ ও স্পেয়ার পার্টস আমদানি করতে হয়। চা প্রক্রিয়াজাতকরণ মেশিনারিজ ও স্পেয়ার পার্টস এর উপর বর্তমানে শুল্ক হার ১%। কিন্তু অনেক সময় চা প্রক্রিয়াজাতকরণ মেশিনারিজকে অন্য মেশিনারিজ হিসেবে বিবেচনা করে অধিক শুল্ক আরোপ করা হয়ে থাকে। চা প্রক্রিয়াজাতকরণ মেশিনারিজ আমদানির ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সুপারিশ গ্রহণের বিধান প্রবর্তন করা হলে এই ধরনের সমস্যা এড়ান সম্ভব হবে।

ছ. বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ: চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প কারখানায় ড্রায়ার, সিটিসি, সিএফএম সহ বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়ে থাকে। এসকল যন্ত্রপাতিতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ও সঠিক ভোল্টেজের বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রয়োজন হয়। কেননা

বিদ্যুৎ প্রবাহে ভোল্টেজের তারতম্যের কারণে যন্ত্রপাতির ব্যাপক ক্ষতি হয়। তাছাড়া এ ধরণের তারতম্যের ফলে চা উৎপাদনের পরিমাণ এবং মানের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ড্রায়ার চালাতে গ্যাসের প্রয়োজন হয়। ফারমেনটিং চা পাতা সঠিক সময়ে ড্রায়ারে না দিলে সেই চা খাওয়ার সম্পূর্ণ অনুপোযুক্ত হয়ে যায়। চায়ের গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য ড্রায়ারে নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ থাকা প্রয়োজন।

জ. চট্টগ্রামের চা বাগানসমূহে গ্যাস সংযোগ থাকা: চট্টগ্রামে অবস্থিত মোট ২৩টি চা বাগান এর মধ্যে মাত্র ২টি চা বাগানে গ্যাস সংযোগ রয়েছে। বাকী চা বাগানগুলিতে গ্যাস এর পরিবর্তে কয়লা বা ফার্নেস ওয়েল ব্যবহার করা হয়। চা উৎপাদনে গ্যাসের পরিবর্তে কয়লা ব্যবহার করা হলে প্রতি কেজি চা উৎপাদন খরচ ৪/- থেকে ৫/- টাকা এবং ফার্নেস ওয়েল ব্যবহার করা হলে ৮/- থেকে ১০/- টাকা বৃদ্ধি পায়। গ্যাসের পরিবর্তে অন্য কোন জ্বালানী ব্যবহার করা হলে উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যায়।

ঝ. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব: বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি উদ্ভিদ জগৎ তথা চা গাছ সমূহের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বৃষ্টি পাতের তারতম্য ঘটে; ফলে অতি বৃষ্টি বা খরার সৃষ্টি হয় যা চা গাছের মৃত্যুর হার বাড়িয়ে দেয়, এর ফলে চা বাগানে ভূমি ক্ষয়ও বৃদ্ধি পায়। ভূমি ক্ষয়ের কারণে উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। এছাড়াও চা বাগান এলাকায় কীটপতঙ্গ বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন রোগজীবাণুর আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। এসব দমনের জন্য অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। এতে একদিকে যেমন অর্থের অপচয় হয় অন্যদিকে তেমনি পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সার্বিক বিবেচনায় চা আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে সবুজায়ন সম্প্রসারণের দ্বারা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রক্রিয়া হ্রাস করা সম্ভব হবে।

ঞ. মাটির উর্বরতা হ্রাস : বিদ্যমান চা বাগানের অধিকাংশই ১৫০ বছরেরও বেশি পুরানো। দীর্ঘ সময় এই বাগান সমূহে রাসায়নিক সার ব্যবহার, কীটনাশক প্রয়োগ এবং অন্যান্য বিভিন্ন কারণে মাটির গুণগত মান তথা উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। চা বাগানসমূহের উৎপাদ নশীলতা ধরে রাখতে মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ করা জ রুরি হয়ে পড়েছে। এটি করার জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার নূন্যতম পর্যায়ে নামিয়ে এনে জৈব সার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি মাটির উর্বরতা সংরক্ষণের জন্য গবেষণা কার্যক্রমও জোরদার করতে হবে।

৫. চা বাগানের মালিকানার ধরণ: চা বাগানসমূহ শুরু থেকে মূলতঃ ব্যক্তি মালিকানায় উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। প্রাথমিকভাবে সরকারি জমিতে দীর্ঘমেয়াদী ইজারা পদ্ধতির মাধ্যমে চা বাগানের মালিকরা চা চাষ শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে চা বাগানের জমির পরিমাণ ছিল ২৮,৭৩৪ হেক্টর। ১৯৭১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪২,৬৮৫ হেক্টর হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাস্তবতা বিবেচনা করে চা বাগানকে জমির মালিকানার বৃদ্ধি সীমা ও জাতীয়করণের আওতার বাইরে রাখা হয়। দেশে স্থাপিত মোট ১৬২টি চা বাগানের মালিকানার ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়। মালিকানার ধরণের উপর নির্ভর করে প্রাথমিকভাবে বিদেশী ও দেশীয় মালিকানাধীন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন কোম্পানী চা বাগান ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত আছে। এগুলি হচ্ছেঃ

ক. বাংলাদেশ চা বোর্ড (৪টি বাগান);
খ. ন্যাশনাল টি কোম্পানী (১২টি বাগান);
গ. ষ্টারলিং কোম্পানী(২১টি বাগান);
ঘ. প্রাইভেট লিঃ কোম্পানী(৫৬টি বাগান);
ঙ. ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান(৬২টি বাগান);এবং
চ. জেমস ফিনলে (৭টি বাগান) ।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের মালিকানাধিন ৪টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলি হচ্ছেঃ

ক. বিটিআরআই নিয়ন্ত্রণাধীন বাগান;
খ. দেওড়াছড়া;
গ. নিউসমনবাগ; এবং
ঘ. পাথারিয়া।

৬. চা বাগান মালিক পক্ষের ভূমিকাঃ চা বাগান বেশির ভাগই ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত । তাঁরা বিভিন্ন সময় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করছে। "উন্নয়নের পথ নকশা বাংলাদেশ চা শিল্প " বাস্তবায়নে চা বাগান মালিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাগান উন্নয়নের জন্য স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা সমূহ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন /বাস্তবায়ন করার জন্য তাঁদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নিতে হবে । পথ নকশা অনুযায়ী সম্প্রসারণ আবাদ, পুনরাবাদ, ইনফিলিং, বাগানের রা স্তাঘাট নির্মাণ ও উন্নয়ন , শ্রমিক কল্যাণ, সেচ এসব কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদনের উপরই পথ নকশার সফলতা নির্ভর করবে ।

৭. ব্যক্তিগত ব্যতিক্রমী উদ্যোগ: দেশীয় চায়ের বিশ্বব্যাপী পরিচিতির লক্ষ্যে কাজী এন্ড কাজী TEA TULIA নামক অতি উন্নতমানের একটি অর্গানিক চা বাজারজাতকরণ করছে। ইতোমধ্যে এ চা দেশীয় পরিধির বাইরে বহির্বিশ্বে পরিচিতি ও

অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছে। উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ চা জনপ্রিয় পানীয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বাংলাদেশকে বিশ্বে তুলে ধরার এ এক অনন্য উদাহরণ।

৮. বাংলাদেশ চা বোর্ডের গঠন ও কার্যাবলী : বাংলাদেশ চা বোর্ড সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান ও দুই জন সার্বক্ষনিক সদস্য নিয়ে গঠিত। দেশীয় অর্থনীতিতে চায়ের গুরুত্ব, শিল্প ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদানসহ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চা বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে চা আবাদী জমির পরিমাণ, উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক দিক হতে এর গুরুত্ব বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । এখানে উল্লেখ্য যে, চা বোর্ড নিলামে বিক্রয়কৃত চায়ের মূল্যের ১% প্রাপ্ত হয়, যা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি তার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করে।

চা বোর্ডের কার্যাবলী:

ক. চা শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন;
খ. চায়ের উৎপাদন ও এর গুনগত মান বৃদ্ধি;
গ. চায়ের আমদানি-রপ্তানি, বিক্রয়, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা;
ঘ. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ. বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন;
চ. নতুন চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা; এবং
ছ. চা শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণ এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৯. চা বিপণন ও আধুনিকায়ন : চা উৎপাদনের পর নিলামের মাধ্যমে চা বিক্রয় করা হয়। তবে বাগান কর্তৃপক্ষ চাইলে চা বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে চা বাগান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণের চা সরাসরি বিক্রয় করতে পারে।

ক. চা নিলাম পদ্ধতি : বর্তমানে বাংলাদেশে একটি চা নিলাম কেন্দ্র আছে। নিলাম কেন্দ্রটি চট্টগ্রামে অবস্থিত। চা বাগান থেকে প্রথমে চা চট্টগ্রামের নির্দিষ্ট বন্ডেট ওয়্যার হাউসে নেয়া হয়। সেখান থেকে নিলাম কেন্দ্রে নমুনা পাঠানো হয়। নিলামের মাধ্যমে চা বিক্রয় হওয়ার পর তা স্থানীয় বাজারে বিক্রি হবে না বিদেশে রপ্তানি হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যদি স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হয় তবে মূল্য সংযোজন কর যুক্ত হয়। বিদেশে রপ্তানি করতে গেলে চা বোর্ডের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। দিন দিন বাংলাদেশে চা উৎপাদন বাড়ছে । পারিপার্শ্বিক বিবেচনায় একাধিক নিলাম কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তার প্রেক্ষিতে শ্রীমঙ্গলে একটি নিলাম কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চূড়ান্ত পার্যায়ে আছে। ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গে নিলাম কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন হতে পারে।

বাংলাদেশ চা বোর্ড নিলাম কার্যক্রম আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অনলাইনে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নিলাম ব্যবস্থাপনাকারীদের নির্দেশ দিয়েছে।

খ. চায়ের ব্রান্ডিং: আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্বব্যাপী ব্রান্ডেড (Branded) চা অত্যন্ত জনপ্রিয় । এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিশ্বব্যাপী পরিচিত ব্রান্ড তৈরী করা সম্ভব হলে তা বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী চায়ের পরিচিতি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে উৎপাদিত চা এর স্বাদ, লিকার প্রভৃতি বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দিয়ে ব্রান্ড তৈরী করা গেলে তা বাংলাদেশী চা এর বিপণনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ভোগের জন্য কিছু কিছু ব্রান্ড তৈরী করা হয়েছে। দেশীয় একটি কোম্পানী তাদের উৎপাদিত অর্গানিক চা এর জন্য একটি ব্রান্ড তৈরী করেছে। তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। বাংলাদেশ চা বোর্ড এর **"শ্রীমঙ্গল টি, সিলেট টি, বান্দরবান টি, পঞ্চগড় টি " ইত্যাদি নামে** ব্রান্ড তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে উন্নতমানের বাংলাদেশীয় চা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করবে। এছাড়াও বাংলাদেশ চা বোর্ড বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি চা , চা থেকে তৈরি খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধনী সামগ্রী ইত্যাদি তৈরির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য চা গবেষণা ইনস্টিটিউটকে নির্দেশ দিয়েছে।

১০. প্রভাব: উপরে বর্ণিত অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে যে অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক. আমদানি প্রতিস্থাপক পণ্য উৎপাদনে চা শিল্পের সক্ষমতা হ্রাসের ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশ একটি নীট চা আমদানিকারক দেশে পরিণত হবে;
খ.* চা আমদানির জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হবে। ফলে দেশের আমদানি রপ্তানির ভারসাম্য প্রতিকূলে যাবে;
গ. দেশীয় চা উৎপাদনকারীগণকে বাজারে টিকে থাকার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে;

ঘ. নিম্নমানের কম দামি চা আমদানির ফলে দেশীয় চায়ের দাম হ্রাস পাবে। ফলে স্থানীয় নিলামে চা অবিক্রিত থেকে যাবে। চা উৎপাদনকারীদের আয় এবং লাভ হ্রাস পাবে। উৎপাদনকারীগণ নিয়মিত শ্রমিক মজুরী পরিশোধে ব্যর্থ হবেন। চা শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হবে;

ঙ. লাভজনক আয় না থাকায় উৎপাদনকারীগণের বিনিয়োগ সামর্থ্য সংকুচিত হবে, চায়ের উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং লাভ না থাকলে উৎপাদনকারীগণ দীর্ঘ মেয়াদে চা ব্যবসায় টিকে থাকতে ব্যর্থ হবেন;

চ. চা শিল্পে মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যাহত হবে;

ছ. বাংলাদেশে চা একটি ঐতিহ্যবাহি রপ্তানি পণ্য। চা আমদানির ফলে দেশীয় উৎপাদন হ্রাস পাবে। এতে সরকারের রপ্তানি বহুমুখীকরণ নীতি ব্যাহত হবে।

বর্ণিত অবস্থায় চা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় চায়ের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা 'ভিশন- ২০২১' বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

১১. চা শিল্প উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা:

ক. চাহিদা মেটানো: এটা অনস্বীকার্য যে, চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রতিদিনই বাড়ছে। আজ থেকে দশ বছর পর অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য চা এর প্রয়োজন হবে ১২৯.৪০ মি: কেজি এবং বর্তমান ধারা অব্যহত থাকলে উক্ত সময়ে চা উৎপাদন হবে ৮৫.৫৯ মি: কেজি। আমাদের চা শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ, সামর্থ ও সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে হেক্টর প্রতি জাতীয় গড় উৎপাদন ১,২৭০ কেজি এবং চা চাষে জমির গড় ব্যবহার মাত্র ৫১.৪২% । সাম্প্রতি কালের একটি সমীক্ষা হতে দেখা যায় দেশের উত্তর অঞ্চলে এবং তিনটি পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদের মাধ্যমে চা চাষাধীন জমির পরিমাণ বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। চা চাষে ভূমির ব্যবহার ৫৫% ও হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ১,৫০০ কেজিতে উন্নীতকরণ (বর্তমানে কোন কোন প্রতিষ্ঠিত চা বাগানে ১,৫০০ কেজি/হে:, সর্বোচ্চ ৩,৫০০ কেজি/হে: উৎপাদন হচ্ছে), অতিপুরাতন ও অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক চা আবাদ এলাকায় পুনরাবাদ, দক্ষ ব্যবস্থাপনায় নিবিড় চাষাবাদ এবং নতুন জমিতে আবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২০২৫ সাল নাগাদ ১৬২ টি চা বাগান থেকে চায়ের উৎপাদন ১০০ মি: কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব। এছাড়াও ক্ষুদ্রায়তন চা বাগান থেকেও প্রায় ৩০ মি: কেজি চা উৎপাদন করা যেতে পারে যা আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

১. সম্প্রসারণের সুযোগ: স্বল্পতম সময়ের মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ১৫০০ কেজির উপরে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। বিদ্যমান চা চাষযোগ্য ৫৮৬৮.২৫ হেক্টর অনাবাদি জমি অবিলম্বে চা চাষের আওতায় আ না সম্ভব। এসব জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণ করা হলে অতিরিক্ত ১৫ মি: কেজি চা উৎপাদিত হবে। ইতিমধ্যে বেশিরভাগ চা বাগানের মালিকগণ নিরলস ভাবে সম্প্রসারণে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ২০১৫ সনে ৫৫০ হেক্টর জমি সম্প্রসারণ হয়েছে যা আশাব্যঞ্জক । ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত রাখতে তাঁদের উৎসাহিত করতে হবে।

টেবিল- ৪
চা সম্প্রসারণের ভূমির পরিমাণ

চা চাষযোগ্য জমি	৬৪,৮৮৬.২৫ হেক্টর
চা চাষের আওতায় জমি	৫৯,০১৮ হেক্টর
চা চাষযোগ্য জমি	৫,৮৬৮.২৫ হেক্টর

পাই চিত্র- ১

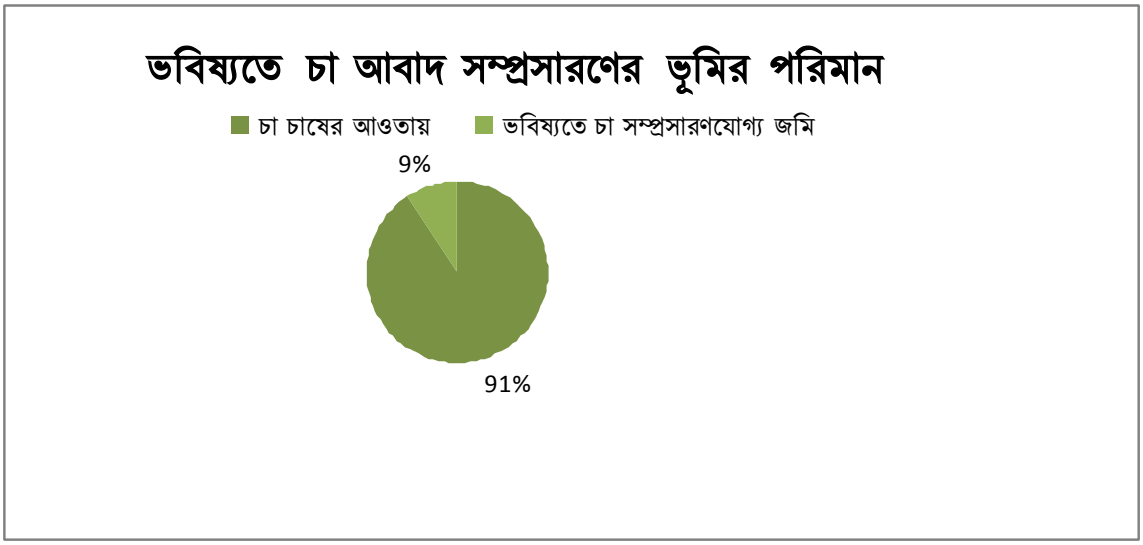

২. পুনরাবাদ এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ: বর্তমানে প্রায় ৯,৪০০ হেক্টর জমিতে অতিবয়স্ক ও অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক চা গাছ রয়েছে যার হেক্টর প্রতি বাৎসরিক গড় উৎপাদন মাত্র ৪৮২ কেজি। এসকল চা গাছ উৎপাটন করে মাটি পুনর্বাসনক্রমে উন্নত জাতের রোপন সামগ্রী ব্যবহারপূর্বক পুনরাবাদ করা হলে অতিরিক্ত ২৫ মি: কেজি চা উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

৩. নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ : ২০১৫ সনে জাতীয় গড় চা উৎপাদন হেক্টর প্রতি ১২৭০ কেজি । নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ১৫০০ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠিত চা বাগানগুলির বিদ্যমান ৫৯,০১৮ হেক্টর চা চাষাধীন জমি থেকে অতিরিক্ত ২১ মি: কেজি চা উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

৪. ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসকরণ : ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় ও টেকসই চা আবাদ পদ্ধতি হিসাবে প্রসারিত হচ্ছে। কম শ্রমিক সমস্যা, সীমিত উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা ও বেশি লাভ হওয়ায় বাংলাদেশে এই পদ্ধতিতে চায়ের আবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ এলাকায় এ পদ্ধতিতে চা এর আবাদ জনপ্রিয় হচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুচ্ছেদ ১৫ এর (গ) তে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. কর্মসংস্থান: ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদের মাধ্যমে চা চাষযোগ্য সকল জমি চা চাষের আওতায় আনা হলে অতিরিক্ত ৩,০৫,০০০ জনের (যার ৫০% নারী) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

গ. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা: বর্তমানে চা বাগানগুলিতে ১,৩৩,০০০ জন শ্রমিক কর্মরত আছে। এর মধ্যে ৫০% নারী। চা বাগান নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা করছে। যা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

ঘ. বৈদেশিক মুদ্রা আয়: ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদের মাধ্যমে ১,০১,৭২৪ হেক্টর জমি থেকে অতিরিক্ত প্রায় ২০০ মি: কেজি চা উৎপাদিত হবে যার বাজার মূল্য দাঁড়াবে প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা। ক্ষুদ্রায়তন চা আবাদের মাধ্যমে দেশ প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার সমপরিমান বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সমর্থ হবে।

ঙ. দেশীয় অর্থনীতিতে অবদান: দেশে উৎপাদনের বিপরীতে চা আমদানি করতে গেলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে। যা দেশের অর্থনীতির উপর চাপ তৈরি করবে। এদেশে চা উৎপাদন বাড়ানো গেলে তা দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিপুল পরিমাণ মানুষের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। যা দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে সহায়তা করবে।

১২. চা শিল্প ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন : চা শিল্পের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত ইত্যাদি সহজলভ্য হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড একটি ওয়েবসাইড চালু করেছে। এই ওয়েবসাইড থেকে বাংলাদেশ চা বোর্ড, এর অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট এর কর্মকান্ডের যাবতীয় তথ্য সংশ্লিষ্টদের জন্য সহজলভ্য হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন মৃত্তিকা বিশ্লেষণ, কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি এবং অন্যান্য যাবতীয় রিপোর্ট ও আবেদনের ফরম অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে যা এই শিল্পকে আরো গতিশীল হতে সাহায্য করছে।

এখানে উল্লেখ্য ভবিষ্যতে অনলাইনে চা ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে । চা বাগান সমূহের যাবতীয় তথ্য অনলাইনে আনার জন্য বাগান মালিকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে যা চা শিল্প উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।

১৩. চা শ্রমিকদের জন্য সরকারের সেবামূলক কর্মকান্ড: চা শিল্পকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়ার প্রথম শর্তই হচ্ছে চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রা নিরাপদ এবং মানসম্মত করা। মূলত গৃহায়নের ব্যবস্থা করে থাকেন বাগান মালিকগন। ২০১৬ সন থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গৃহায়ন তহবিল থেকে ৫% সুদে শ্রমিকরা গৃহায়ন ঋণ পাবে যা চা শিল্পের উন্নয়নে একটি বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। এ কর্মকান্ড সমাজসেবা অধিদপ্তর মনিটরিং করবে।
এছাড়াও চা শ্রমিকদের মধ্যে সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্যও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেনে। তার উপর ভিত্তি করে জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রাথমিক কর্মকান্ড শুরু করেছে। এর ফলে উন্নয়নের পথ নকশাঃ বাংলাদেশ চা শিল্প বাস্তবায়ন সহজ হবে।

১৪. চা শিল্প উন্নয়নে সরকারী বেসরকারী সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা: উন্নয়নের পথ নকশাঃ বাংলাদেশ চা শিল্প বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব বর্তায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং তার অধিনস্থ বিধিবদ্ধ সংস্থা বাংলাদেশ চা বোর্ডের ওপর। উন্নয়নের পথ নকশা বাস্তবায়নের জন্য ৯৬৭৩৫.৭০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে এর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। এছাড়াও দাতা সংস্থা যথা জাইকা, ইসি, বিএফআইডি, সিএফসি, ইউএনডিপি, এডিবি, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদির অংশগ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জমির ইজারা ব্যবস্থা এবং সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া শিক্ষা অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, প্রকৌশলী অধিদপ্তর পথনকশার শ্রমকল্যাণ অংশের বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। এ সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা, অধিদপ্তর এবং দাতা সংস্থার অংশগ্রহণ উন্নয়নের পথ নকশাঃ বাংলাদেশ চা শিল্পের সফলতা নিশ্চিত করতে পারবে।

১৫. ভবিষৎ সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা: চা শিল্পের উন্নয়ন একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন এবং দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান ও রপ্তানি বাণিজ্যে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে পথনকশায় বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন ও এর পরিবীক্ষণের মাধ্যমে একটি কাঙ্খিত ধাপে এ শিল্পকে উন্নীত করা সম্ভব হবে। তবে এ শিল্পের সক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ কাজে লাগাবার জন্য আরও কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চা শিল্প সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু খাতে সমীক্ষা পরিচালনা। এ সমস্ত খাতে সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে এ কর্মপরিকল্পনাসমূহ হতে আরও বেশি ফলাফল পাওয়া সম্ভব হবে। যা এ শিল্পকে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে যথাযথ অবদান রাখার সুযোগ তৈরী করে দিবে। যে সকল ক্ষেত্রে সমীক্ষা পরিচালনা করা প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

ক. ভূমি ব্যবহার ও চা চাষের উপযোগী ভূমি নির্বাচন: যে সকল জমি চা আবাদের আওতায় রয়েছে তা চা চাষের জন্য অর্থনৈতিকভাবে কতটুকু লাভজনক সে বিষয়টি বিদ্যমান আবাদ থেকে প্রতিষ্ঠিত। তবে দেশের ক্রমবর্ধমান ভূমির চাহিদা, শিল্পায়ন ও নগরায়ন, শষ্য আবাদের ধরণের পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে চা আবাদ ভবিষতে কতটুকু লাভজনক হবে তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। কেননা বিভিন্ন কারণে চা চাষে ব্যবহৃত জমি ভবিষতে চা বাগান মালিকগণের নিকট নানাবিধভাবে ব্যবহার লাভজনক হিসেবে প্রতিপন্ন হলে অর্থনৈতিক ও আর্থিক কারণে তারা এর আবাদ বন্ধ করে অন্য কোন ভাবে ভূমি ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে পারেন। এতে করে শিল্পটি তার কাঙ্খিত ফলাফল প্রদান করতে নাও পারে। এ সকল বিষয়সহ চা চাষের ক্ষেত্রে উন্নততর আবাদ পদ্ধতি প্রবর্তন, উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে চা চাষে ভূমি ব্যবহারের অর্থনৈতিক বিষয়টি জরিপ করা প্রয়োজন। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ, সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ৩টি পার্বত্য জেলায় এমন কিছু জমি রয়েছে যেখানে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনকভাবে চা আবাদ করা সম্ভব মর্মে বিভিন্ন জরিপে পাওয়া গেছে। এ সকল জমিতে চা ভিন্ন অন্য কোন ফসল কতটুকু লাভজনক এবং এ সকল জমিতে কোন ধরণের আবাদ সৃজন করা হলে তা আরও বেশি লাভজনক হবে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া যে সকল জমি চা আবাদের জন্য উপযোগী হিসেবে বিবেচিত হবে সেখানে বিদ্যমান সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন জমিতে চা আবাদের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষের নিকট লীজ প্রদানের সম্ভাবনা পরীক্ষা করা হলে তা উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরও বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে। এ সকল বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা কার্যক্রমও হাতে নেয়া প্রয়োজন।

খ. আমদানি ও উৎপাদন এর মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক খাত নির্ধারণ: দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দারিদ্রতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ চায়ের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সে হারে উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় বর্তমানে চা আমদানি করতে হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ চা এর চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন সে অনুযায়ী না বাড়ায় অভ্যন্তরীণ বাজারে এর দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে কিছু কিছু বিপণনকারী সংস্থা কম মূল্যের চা আমদানি করে (ব্রান্ডিং) এর মাধ্যমে বাজারে কম মূল্যে চা সরবরাহ করছে। এতে করে উৎপাদনকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সরকার চা আমদানির জন্য

বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে ইতোমধ্যে আমদানিকৃত চায়ের মানদন্ড তৈরী করেছে । চা উৎপাদনকারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকলে এবং বিশ্ব বাজারে উন্নতমানের চা কম মূল্যে পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে আমদানি না উৎপাদন কোন খাত হতে দেশের চা এর চাহিদা পূরণ করা লাভজনক হবে সে বিষয়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রস্তাবিত বাণিজ্য নীতিমালা অনুসরণ করতে ভবিষ্যতে স্থানীয় শিল্পকে ভিন্নভাবে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে না। আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দেশে বর্তমানে খুবই উন্নত ধরণের অধিক মূল্যের চা উৎপাদিত হচ্ছে। চাহিদার কারণে উচ্চ মূল্যের এ সকল চা বিদেশে রপ্তানিও হচ্ছে। বিদ্যমান চা বাগান ও সম্প্রসারিত এলাকা সমূহে উন্নত জাতের ভাল মানের চা আবাদ করা যায় কি না এবং করা হলে অর্থনৈতিকভাবে এ চাষাবাদ কতটুকু লাভজনক হবে সে বিষয়গুলিও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

গ. চা চাষে সেচের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি নির্ধারণ: বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ, সিলেট, চট্টগ্রাম ও পাবর্ত্য চট্টগ্রামে জেলাসমূহে চায়ের আবাদ হয়ে থাকে। পানির স্তর নেমে যাওয়াসহ অন্যান্য বিভিন্ন কারণে সময়ে সময়ে বিভিন্ন স্থানে খরা সৃষ্টি হয়। ফলে চায়ের উৎপাদন হ্রাস পেয়ে থাকে। কোন কোন বৎসর ব্যাপক খরার প্রভাবে গাছের ব্যাপক ক্ষতিও হয়ে থাকে। মাটির গুণাগুন, পানির স্তর, চা গাছের ধরণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক সেচের পদ্ধতি ও পরিমাণ নিরুপনের মাধ্যমে যথাযথ সেচ সুবিধা প্রদান সম্ভব হলে চা উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে একটি ব্যাপক জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে চা এলাকা সমূহের সেচের পদ্ধতি ও পরিমাণ নিরুপনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

বর্ণিত সমীক্ষাগুলি এ সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করে চা বোর্ডের আওতায় সম্পন্ন করা হলে তা সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে। চা বোর্ডের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সক্ষমতা (capacity) থাকায় তাদের তত্ত্বাবধানে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের মাধ্যমে সমীক্ষাসমূহ পরিচালনা করা যেতে পারে।

১৬. চা খাত উন্নয়নের জন্য কৌশলগত দূরদৃষ্টি (Vision): সরকারের কৌশলগত দূরদৃষ্টি হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা। সরকারের এ দূরদৃষ্টির আলোকে ক্রমবর্ধমান অভ্য ন্তরীণ চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানি বাজার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৫ সাল নাগাদ ১৪০ মি: কেজি চা উৎপাদনের পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী পৃথক প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে:

ক. আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন: বাংলাদেশে চা একটি আমদানি বিকল্প পণ্য। সুতরাং অতি দ্রুত বর্ধমান অভ্য ন্তরীণ চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে চা এর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এ খাতকে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক।

খ. রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ: অতীতে আমাদের চা একটি রপ্তানিমুখী শিল্প ছিল। সম্প্রতি অভ্য ন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির ফলে উদ্বৃত্ত না থাকায় চায়ের রপ্তানি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে রপ্তানি বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য চা'এর উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত অপরিহার্য।

গ. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি: কৌশলগত পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে চা আবাদ, কারখানা ও চা শিল্পে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ঘ. দারিদ্র্য বিমোচন: প্রস্তাবিত প্রকল্পে যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে তা দেশে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ঙ. নারীর ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা: অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে। শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের আইনগত অধিকারও সংরক্ষিত হবে।

চ. স্বাস্থ্য সেবা: এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের জন্য সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ, শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হ্রাস, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, গৃহায়ন, সুপেয় পানি সরবরাহ, পয়:নিস্কাশন সুবিধাদি সৃষ্টি ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ছ. চা কারখানা আধুনিকীকরণ: ক্ষুদ্রায়তন চা উপখাতের জন্য নতুন 'বটলীফ' চা কারখানা স্থাপন করা হবে। উন্নতমানের চা তৈরির জন্য প্রতিষ্ঠিত চা বাগানগুলোতে বিদ্যমান চা কারখানাগুলো সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণ করা হবে।

জ. অবকাঠামো উন্নয়ন: এ প্রকল্পে সংযোগ সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে চা শিল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে চা বাগানগুলোতে উৎপাদন উপকরণ পৌঁছানো এবং উৎপাদিত দ্রব্য স্থানান্তর সহজ হবে এবং চা বাগানগুলোতে বসবাসকারী ও পাশ্ববর্তী গ্রামবাসীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

ঝ. পরিবেশের উন্নয়ন: চা একটি পরিবেশ বান্ধব শিল্প। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন করবে।

১৭. বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা : কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের চা উৎপাদনকে ১২৯ মিলিয়ন কেজিতে উন্নীত করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই লক্ষ্যে কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- ১০,০০০ হেক্টর পুরানো এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বহীন চা এলাকা র গাছ উৎপাটন করে অধিক উৎপাদনশীল চা গাছ লাগানোর মাধ্যমে নতুন চা এলাকা সৃজন করা হবে। এছাড়া চা বাগানে থাকা চা রোপণ যোগ্য ৬,৪৪০ হেক্টর জমি চা চাষের আওতায় আনা হবে। গবেষণা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটকে শক্তিশালী করা হবে। চা বাগানের সেচ সুবিধা বৃদ্ধি সহ রা স্তা, কালভাট, জলাধার নির্মাণ করার মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে। শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাছাড়া বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয় নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। ক্ষুদ্রায়াতন চা আবাদের মাধ্যমে গ্রামীন দরিদ্রতা বিমোচন করা হবে।

১৮. ২০০৯ সালে প্রণীত বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা : বাংলাদেশের চা শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রণীত কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা এর লক্ষ্য হচ্ছে "অভ্যন্তরীণ চাহিদাপূরণ করে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের জন্য অধিক পরিমাণ উন্নতমানের চা উৎপাদন।''

ক. কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা এর লক্ষ্য :

১. প্রতিষ্ঠিত চা বাগানগুলো ও ক্ষুদ্রায়তন চা আবাদের মাধ্যমে ২০২৫ সাল নাগাদ ১৪০ মি: কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ৭২ মি: কেজি চা উৎপাদন;

২. নতুন ১০ হাজার হেক্টর জমি চা আবাদের আওতায় আনা এবং পূর্বের ১০ হাজার হেক্টরে বিদ্যমান অতিবয়স্ক ও অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক চা গাছ উত্তোলনপূর্বক পুনঃরোপন করা;

৩. হেক্টর প্রতি জাতীয় গড় উৎপাদন ১২৭০ কেজি থেকে ১৫০০ কেজিতে উন্নীত করা;

৪. চা চাষে জমির গড় ব্যবহার ৫১.৪২% হতে ৫৫% এ উন্নীত করা ;

৫. অতিরিক্ত উৎপাদিত চা প্রক্রিয়াকরণের জন্য কারখানা সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৮৩৮ টি চা প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা।

৬. চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ হাজার ইউনিট শ্রমিক বাসস্থান, ১৫ হাজার শৌচাগার, ৪০টি গভীর নলকূপ, ৪৫০০ টি হস্তচালিত নলকূপ এবং ৩০০ টি পাতকুয়া তৈরি করা;

৭. চা বাগানের নারী শ্রমিকদের ক্ষমতায়নের জন্য ১০০টি মাদারস্ ক্লাব প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকের আইনগত অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৮. চা এলাকায় সেচ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানির উৎস সৃষ্টির জন্য ৭৫টি বাঁধ/জলাধার নির্মাণ করা এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;

৯. চা বাগান এলাকায় ৪৭ কিলোমিটার রাস্তা, ৫০টি কালভার্ট ও ৪টি সেতু নির্মাণ করা;

১০. প্রায় ৪৮৪.২০ লক্ষ শ্রম দিবস পরিমাণ অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা; এবং

১১. অন্তত ৫০ বছর সময়ের জন্য অতিরিক্ত ৩০ হাজার স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

খ. বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা এর যৌক্তিকতা: কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনার যৌক্তিকতা নিম্নরূপ-

১. চায়ের অভ্য ন্তরীণ ব্যবহার প্রতি বছর ৫.২৫% হারে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে অথচ অভ্য ন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার মাত্র ২.৪২%;

২. রপ্তানি আশংকাজনক ভাবে কমে যাচ্ছে, ২০১৫ সালে রপ্তানির পরিমাণ মাত্র ০.৪৯ মি: কেজি।

৩. চা আমদানির জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এটা বাড়তে থাকবে।

গ. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিজনিত অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বিলম্বিত বৃষ্টি ইত্যাদির প্রভাব মোকাবেলা করতে হবে।

ঘ. বিদ্যমান অতিবয়স্ক ও অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক চা এলাকায় পুনরাবাদ এবং অনাবাদি জমিতে চা আবাদ সম্প্রসারণ করতে হবে।

ঙ. চা বাগানে কর্মরত নারী শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

চ. চা শ্রমিকদের আইনগত অধিকার সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

ছ. প্রতিষ্ঠিত চা বাগান ও ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদের মাধ্যমে ২০২৫ সাল নাগাদ বাৎসরিক ১৪০ মি: কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

জ. ৩০ হাজার লোকের কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঝ. আমদানি নিরুৎসাহিত করা এবং উৎপাদনশীলতা ও লাভ বৃদ্ধিতে দেশীয় চা শিল্পকে সহায়তা করা।

১৯. বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা এর সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ: চা খাতের প্রধান সমস্যা হচ্ছে বিনিয়োগের অভাবের কারণে সৃষ্ট উৎপাদনের নিম্ন প্রবৃদ্ধি। চা খাত বর্তমানে বিনিয়োগের জন্য তীব্র তহবিল সংকটের সম্মুখীন। ব্যাংক ঋণের বিদ্যমান উচ্চ সুদ হারের কারণে বিনিয়োগের জন্য ঋণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা উৎপাদনকারীদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠিত বাগানগুলোতে চা চাষযোগ্য *আরো ৫৮৬৮ হেক্টর অনাবাদি জমি রয়েছে। বিদ্যমান চা চাষাধীন জমির মধ্যে প্রায় ১৬% এলাকায় অতিবয়স্ক ও অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক চা গাছ রয়েছে যার হেক্টর প্রতি বার্ষিক গড় উৎপাদন মাত্র ৪৮২ কেজি। এই অতিবয়স্ক চা এলাকার কারণেই হেক্টর প্রতি জাতীয় গড় উৎপাদন বৃদ্ধি করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, বাগানের জমির মালিকানা বিরোধ, কারখানাগুলোতে গ্যাস সরবরাহের অভাব ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি এবং বিদ্যমান চা এলাকায় উচ্চহারে গাছের শূন্যতা এ শিল্পের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT)

সক্ষমতা	দুর্বলতা	সুযোগ	হুমকি
ক.চা বোর্ডের এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা খ. বিটিআরআই এবং পিডিইউ এর অভিজ্ঞ জনবল গ. চা বোর্ড এবং উৎপাদনকারী-দের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও কার্যকর সম্পর্ক ঘ. আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কৃষি ব্যাংক ও রাকাব এর দক্ষতা ঙ. উচ্চ সম্ভাবনাময় (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক) বাজার	ক. তহবিলের সীমাবদ্ধতা খ. শ্রমিক স্বল্পতা গ. ধীর গতিতে পুনরাবাদ ঘ. পুনরাবাদে উৎপাদনকারীদের অনীহা ঙ. মালিকানা বিরোধ চ. ভূমির ইজারা সম্পাদন না হওয়া	ক. জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার খ. ক্ষুদ্রায়াতন চা চাষাবাদ সম্প্রসারণ গ. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ঘ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঙ. ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা চ. গ্রামীন দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ছ. নারীর ক্ষমতায়ন ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা জ. চায়ের বর্ধিত উৎপাদন ও গুনগতমান ঝ. অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি	ক. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি জনিত পরিবেশ বিপর্যয় খ. শষ্যের ধরণ পরিবর্তন গ. উচ্চসুদের হার ঘ. উৎপাদনের নিম্ন প্রবৃদ্ধি ঙ. উচ্চ উৎপাদন ব্যয় চ. কিলিংথ্রেডসমূহ ১. অধিক মুনাফা অর্জনকারী বিকল্প পণ্যের আবাদ ২. নতুন আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে শ্রমিকের স্বল্পতা ও মজুরী বৃদ্ধি

২০. বাংলাদেশ চা শিল্পের সমস্যা ও সমাধান: চা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সত্বর সরকারি হস্তক্ষেপ অপরিহার্য। চা বাগান ও কারখানা উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগের জন্য নিম্ন সুদ হার ও সহজ শর্তে পর্যাপ্ত তহবিল প্রয়োজন। চা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য 'ব্যাংক রেট' এ পুন:অর্থায়ন দলিল ও সুদ ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্যক। চা সেক্টরে বিনিয়োগের ৫-৭ বছর পর উৎপাদন পাওয়া যায়। এ কারণে ঋণ প্রদানের প্রথম বছর থেকে সুদ আরোপ করা উচিৎ নয়। এ ক্ষেত্রে কৃষি ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। চা শিল্পকে রক্ষা করার জন্য দেশে চা আমদানি যথাসম্ভব নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন।

২১. চা আবাদ সম্প্রসারণে ঝুঁকিসমূহ:

ক. শস্য আবাদ ধরণের পরিবর্তন: উচ্চ উৎপাদন খরচ এবং অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার কারণে চা বাগান মালিকগণ চা'এর পরিবর্তে অন্যান্য লাভজনক ফসল উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে পড়ছেন। চা খাতে বিনিয়োগকারীগণ চা আবাদের পরিবর্তে সীমিত আকারে অন্যান্য ফসল উৎপাদন শুরু করছে। চা গাছ রোপ ণের ৫-৭ বছর পর পূর্ণ উৎপাদন শুরু হয় ফলে অন্য ফসল উৎপাদন লাভজনক হওয়ায় বিনিয়োগকারীগ ণ তাদে র ফসল আবাদের ধরণ পরিবর্তন করলে চা আবাদের ইতি ঘটবে।

চা আবাদের জন্য একটি নীতিমালার আওতায় সরকার খাস জমি বাগান মালিকদের নিকট ইজারা প্রদান করে থাকে। চা বাগানের অনুকুলে ইজারা প্রদত্ত সকল জমি চা চাষের উপযোগী হয় না। পরিসং খ্যান থেকে দেখা যায় বর্তমানে চা আবাদের জন্য বরাদ্ধকৃত জমির ৫১% এ অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনকভাবে চা আবাদ সম্ভব, বাকী ৪৯% এলাকায় লাভজনকভাবে চা আবাদযোগ্য নয়। তবে আধুনিক সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্তমানে চা আবাদযোগ্য নয়, এইরুপ কিছু

জমিতেও চা আবাদ করা সম্ভব। প্রায় ৫৫% জমি চা আবাদিতে আনার পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। সরকার ইতিমধ্যে চা বাগান সৃজনের জন্য সহজ শর্তে ও কম মূল্যে খাস জমি বরাদ্দ প্রদান করেছে। সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে চায়ের জন্য ইজারা প্রদত্ত জমিতে চা ভিন্ন অন্য কোন ফসল উৎপাদন না করার বিধি নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।

খ. আবহাওয়া পরিবর্তন: বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য বর্তমানে আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশে এর প্রভাব অনেক বেশী বিরূপ হবে। ঋতু ভিত্তিক তাপমাত্রার ভিন্নতাতেও পরিবর্তন দেখা যাবে। এর কিছু প্রভাব ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে। উপযোগী আবহাওয়া, অনুকুল মৃত্তিকা এবং ভূপ্রকৃতির কারণে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় চা আবাদ হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে আবহাওয়ার যে পরিব র্তন দেখা যাচ্ছে তাতে বাংলাদেশের চা'এর উৎপাদন হ্রাস ও গুণগতমানের পরিবর্তন লক্ষণীয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা আরও বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশে চা চাষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

গ. অতিরিক্ত চা আমদানি: উৎপাদন খরচ কম ও গুনগত মানের জন্য এক সময় অযান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতিতে প্রস্তুত বাংলাদেশের চা' এর কদর সমগ্র বি শ্বে ছিল। ফলে প্রতি বছর চা রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা আয় করত। কালের আবর্তে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং চা খাতের নিম্ন উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের চা' এর উৎপাদন মূল্য বাড়তে থাকে। এর পাশাপাশি অন্যান্য চা উৎপাদনকারী দেশসমূহ চা চাষে যান্ত্রিক ও উন্নততর কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন মূল্য কম রাখতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়া আবাদ উপযোগী জমি থাকা সত্ত্বেও চা চাষ করত না, লাভজনক হওয়ায় সে সকল দেশ চা উৎপাদন শুরু করে। গুনগতমানে আমাদের চায়ের সমকক্ষ না হলেও কম মূল্যের জন্য ঐ সকল দেশের চা রপ্তানি সম্প্রসারিত হতে থাকে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির ফলে চা এর চাহিদা প্রতি বছরই বাড়তে থাকে। অন্যদিকে উচ্চ উৎপাদন খরচ সহ অন্যান্য বিভিন্ন কারণে দেশে চা এর উৎপাদন বৃদ্ধি চাহিদার থেকে কম হওয়ায় এবং কম আমদানি মূল্যের জন্য ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশে চা আমদানি শুরু হয়। বর্তমান বছরে দেশে মোট চা আমদানি হয়েছে ১০.৬৮ মিলিয়ন কেজি। দেশে চা এর নিম্ন উৎপাদনশীলতার বিদ্যমান কারণসমূহ দূরীভূত করার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব না হলে অচিরেই বংলাদেশ আমদানিকৃত চা এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এতে করে উৎপাদনকারীগ ণ লোকসানের ফলে একদিকে যেমন চা আবাদ ছেড়ে দেবেন অন্যদিকে কর্মসংস্থানের অভাবে চা চাষে নিয়োজিত শ্রমিকগণ বংশ পরম্পরায় পেশা ছেড়ে ভিন্ন কোন পেশায় নিয়োজিত হতে বাধ্য হবেন। এ ধরণের অবস্থা একবার সৃষ্টি হলে সমগ্র চা আবাদ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কেননা বিনিয়োগকারী ও শ্রমিকদের পরবর্তীতে এ খাতে আকৃষ্ট নাও করা যেতে পারে।

ঘ. চা শিল্পে শ্রমিক স্বল্পতা: বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, নর্দান বাংলাদেশ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ হচ্ছে। সিলেট এবং চট্টগ্রাম প্রায় ১৫০ বৎসর যাবত চা চাষ চলছে। এই সব এলাকায় গত ১৫০ বৎসরে দক্ষ চা শ্রমিক তৈরি হয়েছে। এ দুটি অঞ্চলের চা বাগান সমূহে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার নিয়মিত চা শ্রমিক রয়েছে যারা বাসস্থান, রেশন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা সহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। তাছাড়া তাদের পোষ্য সহ লোক সংখ্যা ৫ লক্ষেরও বেশি। অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে চা শ্রমিক স্বল্পতার কোন সম্ভাবনা নাই।

নর্দান বাংলাদেশে ৫টি জেলায় ৯টি চা বাগান আছে এবং ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ গড়ে উঠেছে। পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, দিনাজপুর ও নীলফামারী এই ৫টি জেলায় চা চাষের পরিমা ণ দিন দিন বাড়ছে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান সদর এবং রুমা এলাকায় ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই সব অঞ্চলের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে মূলত উপজাতীরা চা চাষ করছে এবং নিজেদের কাজ নিজেরা করছে বলে শ্রমিক স্বল্পতা তৈরি হচ্ছে না। মূলত নর্দান বাংলাদেশে শ্রমিক স্বল্পতা তৈরি হচ্ছে। যদি বৃহত্তর সিলেট জেলার মত নর্দান বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের রেশন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, চিকিৎসা, অবসর জনিত এককালীন আর্থিক সুবিধা ইত্যাদি প্রদান করা হয় তবে এই অঞ্চলেও ভবিষ্যতে শ্রমিক স্বল্পতা থাকবে না।

২২. চা শিল্পের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা:

ক. স্বল্প মেয়াদী (৫ বছরের জন্য)

১. চা বাগান সমূহে চা আবাদ সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখে চা আবাদযোগ্য ৫৮৬৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২০০০ হেক্টর জমি চা চাষের আওতায় এনে চা উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;

২. চা বাগান সমূহে ১০০০০ হেক্টর পুরাতন/অলাভজনক চা সেকশনের মধ্যে ৩৮৫০ হেক্টর জমির পুরাতন চা গাছ উৎপাটন করে উন্নত চা চারা রোপনের মাধ্যমে চা এর উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;

৩. ৭০ লক্ষ চা চারা ইনফিলিং এর মাধ্যমে চা বাগানের শূণ্যস্থান ১০% কমিয়ে এনে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি;

৪. শ্রমিকদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ;

৫. সেচের প্রয়োজন আছে বাগানের এইরুপ মোট ভূমির জরুরি প্রয়োজনীয় ৪০% ভূমি সেচের আওতায় আনয়ণ; (৭ টি চা ভ্যালী এবং নর্দান বাংলাদেশ অঞ্চলে)

৬. অতি জরুরী প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো ; (৭ টি চা ভ্যালী এবং নর্দান বাংলাদেশ অঞ্চলে)
৭. বিটিআরআই এবং পিডিইউকে শক্তিশালী করা; এবং বিটিআরআই এর ৫টি উপকেন্দ্র উন্নয়নে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করণ;
৮. ক্ষুদ্রায়াতন চা চাষাবাদের মাধ্যমে নর্দান বাংলাদেশে ৬০০ হেক্টর এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলায় ৩০০ হেক্টর জমি নতুন চা আবাদের আওতায় আনয়ন;
৯. বিটিআরআই কর্তৃক সুগন্ধি চা (Flavoured Tea) তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
১০. শ্রীমঙ্গলে একটি নিলাম কেন্দ্র স্থাপন।

খ. মধ্য মেয়াদী (১০ বছরের জন্য)

১. চা বাগান সমূহে চা আবাদ সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখে চা আবাদযোগ্য ৫৮৬৮ হেক্টর জমির মধ্যে (২০০০+১৮৬৮)= ৩৮৬৮ হেক্টর জমি চা চাষের আওতায় এনে চা উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
২. চা বাগান সমূহে ১০০০০ হেক্টর পুরাতন/অলাভজনক চা সেকশনের মধ্যে (৩৮৫০+৪৪২৪)= ৮২৭৪ হেক্টর জমির পুরাতন চা গাছ উৎপাটন করে উন্নত চা চারা রোপণের মাধ্যমে চা এর উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
৩. (৭০+৭০)=১৪০ লক্ষ চা চারা ইনফিলিং এর মাধ্যমে চা বাগানের শূণ্যস্থান ৭% কমিয়ে আনয়ন;
৪. শ্রমিকদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণ;
৫. সেচের প্রয়োজন আছে বাগানের এইরুপ মোট ভূমির প্রয়োজনীয় (৪০%+৪০%)= ৮০% ভূমি সেচের আওতায় আনয়ন; (৭ টি চা ভ্যালী এবং নর্দান বাংলাদেশ অঞ্চলে)
৬ প্রয়োজনীয় ও মধ্যম পর্যায়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন; (৭ টি চা ভ্যালী এবং নর্দান বাংলাদেশ অঞ্চলে)
৭. বিটিআরআই কর্তৃক চা থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য এবং প্রসাধনী তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ;
৮. বিটিআরআই এর ৫টি উপকেন্দ্র পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করা এবং জনবল নিয়োগ; এবং
৯. পঞ্চগড়ে একটি নিলাম কেন্দ্র স্থাপন।

গ. দীর্ঘ মেয়াদী (১৫ বছরের জন্য)

১.চা বাগান সমূহে চা আবাদ সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখে চা আবাদযোগ্য ৫৮৬৮ হেক্টর জমির মধ্যে (২০০০+১৮৬৮+২০০০)= ৫৮৬৮ হেক্টর জমি চা চাষের আওতায় এনে চা উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
২. চা বাগান সমূহে ১০০০০ হেক্টর পুরাতন/ অলাভজনক চা সেকশনের মধ্যে (৩৮৫০+৪৪২৪+১৭২৬)= ১০,০০০ হেক্টর জমির পুরাতন চা গাছ উৎপাটন করে উন্নত চা চারা রোপনের মাধ্যমে চা এর উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
৩. (৭০+৭০+২৫)=১৬৫ লক্ষ চা চারা ইনফিলিং এর মাধ্যমে চা বাগানের শূণ্যস্থান ৫% কমিয়ে আনয়ন;
৪. শ্রমিকদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা কর্মসূচি অব্যাহত রাখা;
৫. সেচের প্রয়োজনীয় এলাকায় আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় সেচ ব্যবস্থার উন্নতিকরণ; (৭ টি চা ভ্যালী এবং নর্দান বাংলাদেশ অঞ্চলে)
৬. প্রয়োজনীয় বড় বড় অবকাঠামোগত উন্নয়ন;(৭ টি চা ভ্যালী এবং নর্দান বাংলাদেশ অঞ্চলে)
৭. বিটিআরআই কর্তৃক চা থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধনী এবং বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ;
৮. তিনটি নিলাম কেন্দ্রের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; এবং
৯. বিটিআরআই এর ৫ টি উপকেন্দ্রকে স্বয়ংসম্পূর্ণ উপকেন্দ্রে রূপান্তর করা যাতে এখানে সব ধরণের পরীক্ষা সম্পন্ন করা যায়।

ঘ. মাস্টার পরিকল্পনা

১. ২০৪১ পর্যন্ত সময়ের জন্য চা খাতের উন্নয়নের জন্য একটি মাস্টার পরিকল্পনা তৈরী করণ;
২. ২০৪১ এ দেশে মোট জনসংখ্যার জন্য চা'এর মোট চাহিদা নিরূপণ ; এবং
৩. উন্নত দেশে পরিণত হওয়ায় জনপ্রতি ও মোট অভ্যন্তরীণ চায়ের চাহিদা সম্ভব্য পরিমাণ নির্ধারণ।

ঙ. স্বল্পমেয়াদী (ক), মধ্যমেয়াদী (খ) এবং দীর্ঘমেয়াদী (গ) এর সমন্বয়ে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য ২০১৬ হতে ২০৩০ সন পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
ক. উন্নয়নশীল চা বাগানগুলোর উন্নয়ন কর্মসূচি					
০১	অপরিণত ও পরিণত এলাকায় শূন্যস্থানে নতুন চারা রোপণ (১৬৫ লক্ষ চারা)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	৭০ লক্ষ নতুন চারা রোপণ। চা সেকশনের চা শূন্যতা প্রথম ৫ বৎসরে ১০% কমিয়ে আনা। এতে ১.৬ কেজি চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	৭০+৭০= ১৪০ লক্ষ নতুন চারা রোপণ। চা সেকশনের চা শূন্যতা ৭.০০% কমিয়ে আনা। এতে ৩.২ কেজি চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	৭০+৭০+২৫= মোট ১৬৫ লক্ষ নতুন চারা রোপণ। চা সেকশনের চা শূন্যতা ৫% কমিয়ে আনা। এতে ৪.৮ কেজি চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
০২	চা পুনরাবাদ/ খন্ড পুনরাবাদ (২ একরের কম জমিতে পুনরাবাদ করা) (১০,০০০ হে:)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	৩৮৫০ হেক্টর জমি পুনরাবাদ/খন্ড পুনরাবাদের আওতায় আনা। এতে ১০.০০ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা উৎপাদিত হবে।	৮২৭৪ হেক্টর জমি পুনরাবাদ/খন্ড পুনরাবাদের আওতায় আনা এতে ২০.০০ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা উৎপাদিত হবে।	১০০০০ হেক্টর জমি পুনরাবাদ/খন্ড পুনরাবাদের আওতায় আনা। এতে ৩০.০০ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা উৎপাদিত হবে।
০৩	চা এলাকা সম্প্রসারণ (৫ হাজার হে:)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	২ হাজার হেক্টর জমি সম্প্রসারণের আওতায় আনা এতে ৫.০০ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা উৎপাদিত হবে।	৩৮৬৮ হাজার হেক্টর জমি সম্প্রসারণ; এতে ১০.০০ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা উৎপাদিত হবে।	৫৮৬৮ হেক্টর জমি সম্প্রসারণের আওতায় আনা। এতে ১৫ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা উৎপাদিত হবে।
০৪	চা বাগানের জন্য যানবাহন ক্রয়/ সংগ্রহ ট্রাক্টর (১৮০টি) ট্রেইলর (৩৬০ টি) ট্রেইলারসহ পাওয়ার টিলার (৭০ টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	৬০টি ট্রাক্টর, ১২০ টি ট্রেইলর এবং ৩৫টি ট্রেইলরসহ পাওয়ার টিলার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে।চা পাতা, সার, কীটনাশকসহ সকল মালামাল এবং শ্রমিক পরিবহনে সুবিধা হবে।	৬০+১২০ =১৮০টি ট্রাক্টর, ১২০+২৪০= =৩৬০টি ট্রেইলর এবং ৩৫+৩৫ =৭০টি পাওয়ার ট্রেইলর ক্রয় /সংগ্রহ করা হবে। চা পাতা, সার, কীটনাশকসহ সকল মালামাল এবং শ্রমিক পরিবহনে সুবিধা হবে।	চা পাতা, সার, কীটনাশকসহ সকল মালামাল এবং শ্রমিক পরিবহনে সুবিধা অব্যাহত থাকবে।
০৫	চা বাগানের সেচ সুবিধাদির উন্নয়নে নার্সারীর সেচ যন্ত্র (২২০টি), ৫০ একর সেচ যন্ত্র (১০০টি), ১০০ একর সেচ যন্ত্র (২৫টি), ৫০ একর ভূ-গর্ভস্থ স্থায়ী সেচ (৩০টি) ক্রয়/ সংগ্রহ	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	৮০টি নার্সারীর সেচ যন্ত্র, ৪০টি ৫০ একর সেচ যন্ত্র, ১০টি ১০০ একর সেচ যন্ত্র এবং ১০টি ৫০ একর ভূ-গর্ভস্থ স্থায়ী সেচ যন্ত্র ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে চা চারার মৃত্যুর হার ৫% কমানো সম্ভব হবে।	৮০+৮০ =১৬০ টি নার্সারীর সেচ যন্ত্র, ৪০+৪০= ৮০টি ৫০ একর সেচ যন্ত্র, ১০+১০=২০টি ১০০ একর সেচ যন্ত্র এবং ১০+১০=২০টি ৫০ একর ভূ-গর্ভস্থ স্থায়ী সেচ যন্ত্র ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে চা চারার মৃত্যুর হার ৩% কমানো সম্ভব হবে।	৮০+৮০+৬০+২২০টি নার্সারীর সেচ যন্ত্র, ৪০+৪০+২০=১০০টি ৫০ একর সেচ যন্ত্র, ১০+ ১০+ ৫=২৫টি ১০০ একর সেচ যন্ত্র এবং ১০+১০+১০ =৩০টি ৫০ একর ভূ-গর্ভস্থ স্থায়ী সেচ যন্ত্র ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে চা চারার মৃত্যুর হার ‘০’তে কমানো সম্ভব হবে।

০৬	কীটনাশকের	বাংলাদেশ	কীটনাশকের ৪০০টি	কীটনাশকের ৪০০টি	কীটনাশকের ৪০০+

	হস্তচালিত স্প্রেয়ার (১০০০টি) পাওয়ার স্প্রেয়ার (১৫৫টি) ক্রয়/সংগ্রহ	চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	হস্তচালিত স্প্রেয়ার এবং ৫০ টি পাওয়ার স্প্রেয়ার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে রোগবালাই, কীটপতঙ্গ এবং আগাছা দমন সহজ হবে।	হস্তচালিত স্প্রেয়ার এবং ৫০+৭৫ টি পাওয়ার স্প্রেয়ার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে রোগবালাই, কীটপতঙ্গ এবং আগাছা দমন সহজ হবে।	৪০০+২০০=১০০০টি হস্তচালিত স্প্রেয়ার এবং ৫০+৭৫+৩০ = ১৫৫টি পাওয়ার স্প্রেয়ার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে রোগবালাই, কীটপতঙ্গ এবং আগাছা দমন সহজ হবে।

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
			খ. স্বল্পোনত চা বাগানগুলোর উন্নয়ন কর্মসূচি		
০১	অপরিণত ও পরিণত এলাকা শূন্যস্থানে নতুন চারা রোপণ (৯০ লক্ষ চারা)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	৩৫ লক্ষ নতুন চারা রোপণ। চা সেকশনের চা শূন্যতা প্রথম ৫ বৎসরে ১০% কমিয়ে আনা। এতে ০.৯ কেজি চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	৩৫+৩৫=৭০ লক্ষ নতুন চারা রোপণ। চা সেকশনের চা শূন্যতা পরবর্তী বছরে ৭% কমিয়ে আনা। এতে ০.১৮ কেজি চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	৩৫+৩৫+২০= ৯০ লক্ষ নতুন চারা রোপণ। চা সেকশনের চা শূন্যতা পরবর্তী বছরে ৫% কমিয়ে আনা। এতে ২.৭ কেজি চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
০২	চা পুনরাবাদ/ খন্ড পুনরাবাদ (৩২০ হে:)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	১৫০ হেক্টর জমি পুনরাবাদ/খন্ড পুনরাবাদের আওতায় আনা। এতে ০.১৫ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।	১৫০+১৫০=৩০০ হেক্টর জমি পুনরাবাদ/খন্ড পুনরাবাদের আওতায় আনা। এতে ০.৩০ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।	১৫০+১৫০+২০=৩২০ হেক্টর জমি পুনরাবাদ/ খন্ড পুনরাবাদের আওতায় আনা। এতে ০.০২ মিলিয়ন কেজি চা অর্থাৎ মোট ০.৩২ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।
০৩	চা এলাকা সম্প্রসারণ (১ হাজার হে:)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	৪০০ হেক্টর জমি সম্প্রসারণের আওতায় আনা হবে। এতে ০.৯৬ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।	৪০০+৪০০=৮০০ হেক্টর জমি সম্প্রসারণের আওতায় আনা হবে। এতে ১.৯২ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।	৪০০+৪০০+২০০=১০০০ হেক্টর জমি সম্প্রসারণের আওতায় আনা হবে। এতে ২.৪ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।
০৪	চা বাগানের জন্য যানবাহন ক্রয়/ সংগ্রহ ট্রাক্টর (১৫টি) ট্রেইলর (৩০টি) ট্রেইলারসহ পাওয়ার টিলার (৩০ টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	১০টি ট্রাক্টর, ২০ টি ট্রেইলর এবং ১৫টি ট্রেইলরসহ পাওয়ার টিলার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে।চা পাতা, সার, কীটনাশকসহ সকল মালামাল এবং শ্রমিক পরিবহনে সুবিধা হবে।	১০+৫ =১৫টি ট্রাক্টর, ২০+১০=৩০টি ট্রেইলর এবং ১৫+১৫=৩০টি পাওয়ার ট্রেইলর ক্রয় /সংগ্রহ করা হবে। চা পাতা, সার, কীটনাশকসহ সকল মালামাল এবং শ্রমিক পরিবহনে সুবিধা হবে।	চা পাতা, সার, কীটনাশকসহ সকল মালামাল এবং শ্রমিক পরিবহনে সুবিধা অব্যাহত থাকবে।
০৫	চা বাগানের সেচ সুবিধাদির উন্নয়ন নার্সারি সেচ যন্ত্র (২.৫ একর) (৩৫ টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	২০টি নার্সারীর সেচ যন্ত্র ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে চা চারার মৃত্যুর হার ১০% কমানো সম্ভব হবে।	২০+১৫= ৩৫টি নার্সারীর সেচ যন্ত্র ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে চা চারার মৃত্যুর হার ২% কমানো সম্ভব হবে।	সেকশনে চা গাছসমূহ ঘনসন্নিবেশিত থাকবে যা ভাল ফলন অব্যাহত রাখবে।

০৬	কীটনাশক যন্ত্র হস্তচালিত স্প্রেয়ার (২৫০ টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	কীটনাশকের ১০০টি হস্তচালিত স্প্রেয়ার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে রোগবালাই, কীটপতঙ্গ এবং আগাছা দমন সহজ হবে।	কীটনাশকের ১০০+১০০ =২০০টি হস্তচালিত স্প্রেয়ার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে রোগবালাই, কীটপতঙ্গ এবং আগাছা দমন সহজ হবে।	কীটনাশকের ১০০+১০০ +৫০=২৫০টি হস্তচালিত স্প্রেয়ার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে রোগবালাই, কীটপতঙ্গ এবং আগাছা দমন সহজ হবে।

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
			গ. ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদের উন্নয়ন		
০১	চা চাষ এলাকা সম্প্রসারণ (৪ হাজার হে:)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও ক্ষুদ্রায়াতন চা চাষীগণ	ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ যোগ্য ১৫০০ হেক্টর জমি চা সম্প্রসারণের আওতায় আনা হবে। এতে ৩.৬ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।	১৫০০+২০০০=৩৫০০ হেক্টর জমি চা সম্প্রসারণের আওতায় আনা হবে। এতে ৮.৪ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।	১৫০০+২০০০+৫০০=৪ ০০০ হেক্টরজমি চা সম্প্রসারণের আওতায় আনা হবে। এতে জাতীয় উৎপাদনে প্রায় ৯.৬ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা যুক্ত হবে।
০২	বট-লীফ কারখানা (৫টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বট-লীফ কারখানা কর্তৃপক্ষ	৪.০০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের জন্য ২টি বট-লীফ কারখানা স্থাপিত হবে। যা চা প্রক্রিয়াজাতকরণকে সহায়তা করবে এবং চা উৎপাদন খরচ কমাবে।	৮.০০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের জন্য ২টি বট-লীফ কারখানা স্থাপিত হবে। যা চা প্রক্রিয়াজাতকরণকে সহায়তা করবে এবং চা উৎপাদন খরচ কমাবে।	৯.৬ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের জন্য ১টি বট-লীফ কারখানা স্থাপিত হবে। যা চা প্রক্রিয়াজাতকরণকে সহায়তা করবে এবং চা উৎপাদন খরচ কমাবে।

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
			ঘ. কারখানা সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণ		
০১	স্ট্রীর-কাম-ফাইবার একার ট্রাক্টর (৮০ টি), সুইয়িং মেশিন (১২০ টি)ডিজেল জেনারেটিং সেট (৬০টি) কেপাসিটার ব্যাংক (৬০ টি) ট্রান্সফর্মার (৬০ টি) মিলিং লেথ (২০ টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান কর্তৃপক্ষ	এই যন্ত্র স্থাপনের ফলে কারখানাসমূহ কর্মক্ষম হবে। উন্নতমানের চা তৈরির মাধ্যমে বাগানসমূহ লাভজনক হয়ে উঠবে।	উন্নতমানের চা তৈরি অব্যাহত থাকবে যা বাগানসমূহকে লাভজনক রাখতে সহায়তা করবে।	উন্নতমানের চা তৈরি অব্যাহত থাকবে যা বাগানসমূহকে লাভজনক রাখতে সহায়তা করবে।

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
			ঙ. প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট শক্তিশালীকরণ		
০১	সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (৩জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট	নিবিড় পরিবীক্ষণের কারণে বাগান সমূহে চা সম্প্রসারণ কাজ ত্বরান্বিত হবে। চা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হবে।	নিবিড় পরিবীক্ষণের কারণে বাগান সমূহে চা সম্প্রসারণ কাজ ত্বরান্বিত হবে। চা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হবে।	নিবিড় পরিবীক্ষণের কারণে বাগান সমূহে চা সম্প্রসারণ কাজ ত্বরান্বিত হবে। চা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হবে।
০২	সহকারী প্রকৌশলী (১ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট	রাস্তা, কালভার্ট , ব্রিজ সহ প্রয়োজনীয় স্থাপনা সমূহ দ্রুত তৈরি করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। চা চাষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে।	রাস্তা, কালভার্ট , ব্রিজ সহ প্রয়োজনীয় স্থাপনা সমূহ দ্রুত তৈরি করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। চা চাষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে।	রাস্তা, কালভার্ট , ব্রিজ সহ প্রয়োজনীয় স্থাপনা সমূহ দ্রুত তৈরি করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। চা চাষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে।
০৩	পরিকল্পনা / ডকুমেনটেশন কর্মকর্তা (১ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট	চা চাষ সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নথি পত্র সংরক্ষণ সহজ হবে।	চা চাষ সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নথি পত্র সংরক্ষণ সহজ হবে।	চা চাষ সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নথি পত্র সংরক্ষণ সহজ হবে।
০৪	কম্পিউটার অপারেটর (২ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট	দাপ্তরিক কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।	দাপ্তরিক কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।	দাপ্তরিক কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
			চ. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধি		
০১	বিটিআরআই এবং সাব-ষ্টেশনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ	বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	সাব-ষ্টেশনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৫২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। কৌশলগত গবেষণার ফলাফল চা চাষের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে সহজেই পৌছে দেয়া যাবে।	সাব-ষ্টেশনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৫২.০০ লক্ষ+৪৪.০০=৯৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।কৌশলগত গবেষণার ফলাফল চা চাষের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে সহজেই পৌছে দেয়া যাবে।	সাব-ষ্টেশনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৫২.০০ লক্ষ+৪৪ লক্ষ+৩০.০০ লক্ষ=১২৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।কৌশলগত গবেষণার ফলাফল চা চাষের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে সহজেই পৌছে দেয়া যাবে।
০২	বিটিআরআই উদ্ভাবিত ক্লোন, উন্নতবীজ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি বিতরণ	বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	ক্লোন, উন্নতবীজ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এবং বিতরণের ফলে সহজে ও অল্প খরচে উন্নতমানের চা উৎপাদন	ক্লোন, উন্নতবীজ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ১৪.০০ লক্ষ +৯.০০=২৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এবং বিতরণের ফলে সহজে ও	ক্লোন, উন্নতবীজ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ১৪.০০ লক্ষ +৯.০০+৭.০০= ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এবং বিতরণের ফলে সহজে ও

			করা যাবে। ফলে চা উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।	অল্প খরচে উন্নতমানের চা উৎপাদন করা যাবে। ফলে চা উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।	অল্প খরচে উন্নতমানের চা উৎপাদন করা যাবে। ফলে চা উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।
০৩	মাটির গুণাগুণ সংরক্ষণ ও বাড়ানোর জন্য এর জৈব পদার্থ বৃদ্ধি	বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	মাটির গুণাগুণ সংরক্ষণ ও জৈব পদার্থ বাড়ানো লক্ষ্যে ৭.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। ফলে মাটি উর্বর হবে এবং চা'য়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	মাটির গুণাগুণ সংরক্ষণ ও জৈব পদার্থ বাড়ানো লক্ষ্যে ৭.৫৫ +৭.৫৫=১৫.১০ লক্ষটাকা ব্যয় হবে । ফলে মাটি উর্বর হবে এবং চা'য়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	মাটির গুণাগুণ সংরক্ষণ ও জৈব পদার্থ বাড়ানো লক্ষ্যে ৭.৫৫ লক্ষ+৭.৫৫+৩.১২ =১৮.২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে । ফলে মাটি উর্বর হবে এবং চা'য়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
০৪	সংকরায়নের মাধ্যমে চায়ের উন্নত ক্লোন ও বীজ উদ্ভাবন	বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	সংকরায়নের মাধ্যমে চায়ের উন্নত ক্লোন ও বীজ উদ্ভাবনের জন্য ৪.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। ফলে চা'য়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এতে উৎপাদনকারীরা উৎসাহিত হবে।	সংকরায়নের মাধ্যমে চায়ের উন্নত ক্লোন ও বীজ উদ্ভাবনের জন্য ৪.৬০ লক্ষ+ ৪.১০=৮.৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। ফলে চা'য়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এতে উৎপাদনকারীরা উৎসাহিত হবে।	সংকরায়নের মাধ্যমে চায়ের উন্নত ক্লোন ও বীজ উদ্ভাবনের জন্য ৪.৬০ লক্ষ +৪.১০ লক্ষ +২.০০ = ১০.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। ফলে চা'য়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এতে উৎপাদনকারীরা উৎসাহিত হবে।
০৫	জেনেটিক ম্যাপ	বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	চা গাছের জেনেটিক ম্যাপ তৈরির জন্য একটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং জেনেটিক ম্যাপ তৈরির কাজ শুরু করা হবে।	জেনেটিক ম্যাপ তৈরির কাজ অব্যাহত থাকবে।	জেনেটিক ম্যাপ তৈরির ফলে অধিক ফলনশীল চা গাছ তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হবে।
০৬	সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনা এবং অনুজীব পদ্ধতিতে রোগবালাই দমন	বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনা এবং অনুজীব পদ্ধতিতে রোগবালাই দমনের জন্য ৬৫.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এতে অল্প খরচে ও সহজে রোগবালাই দমন করা যাবে। চা উৎপাদন বাড়াতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।	সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনা এবং অনুজীব পদ্ধতিতে রোগবালাই দমনের জন্য ৬৫.৪০ লক্ষ +৩০.৮০=৯৬.২ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এতে অল্প খরচে ও সহজে রোগবালাই দমন করা যাবে। চা উৎপাদন বাড়াতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।	সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনা এবং অনুজীব পদ্ধতিতে রোগবালাই দমনের জন্য ৬৫.৪০+ ৩০.৮০+৭.২৫=১০৩.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এতে অল্প খরচে ও সহজে রোগবালাই দমন করা যাবে। চা উৎপাদন বাড়াতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।
০৭	টিস্যু ক্যালচার	বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	চা গাছের টিস্যু ক্যালচারের জন্যট্রকটি আধুনিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা এবং টিস্যু ক্যালচারের কাজ শুরু করা হবে।	টিস্যু ক্যালচারের কাজ অব্যাহত থাকবে।	অল্প সময়ে টিস্যু ক্যালচারের মাধ্যমে অধিক চারা উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
ছ. চা বাগান সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী					
০১	রাস্তা (৪৭টি) কালভার্ট (৫০ টি) ব্রিজ (৪০টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	২০টি রাস্তা, ২০ কালভার্ট এবং ১৫ টি ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। চা বাগানের রাস্তা, ব্রিজ ও কালভার্ট	২০+২০=৪০ টি রাস্তা, ২০+২০=৪০ টি কালভার্ট এবং ১৫+১৫=৩০ টি ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। চা	২০+২০+৭=৪৭ টি রাস্তা, ২০+২০+ ১০= ৫০টি কালভার্ট এবং ১৫+১৫+১০=৪০ টি

			নির্মাণ ও মেরামতের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থা পানি নিস্কাশন সহজ হবে। অল্প সময়ে ও খরচে মালামাল পরিবহন করা যাবে।	বাগানের রাস্তা, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামতের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থা পানি নিস্কাশন সহজ হবে। অল্প সময়ে ও খরচে মালামাল পরিবহন করা যাবে।	ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। চা বাগানের রাস্তা, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামতের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থা পানি নিস্কাশন সহজ হবে। অল্প সময়ে ও খরচে মালামাল পরিবহন করা যাবে।

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
জ. চা বাগানগুলোর সেচ সুবিধা উন্নয়নের কর্মসূচী					
০১	বাঁধ/জলাধার (৭৫টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান কর্তৃপক্ষ	৩২টি বাঁধ/জলাধার নির্মাণ করা হবে। এতে বাগানের সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, যা উৎপাদন বাড়াতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।	৩২+৩২=৬৪টি বাঁধ/ জলাধার নির্মাণ করা হবে। এতে বাগানের সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, যা উৎপাদন বাড়াতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।	৩২+৩২+১১=৭৫টি বাঁধ/জলাধার নির্মাণ করা হবে।এতে বাগানের সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, যা উৎপাদন বাড়াতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
ঝ. চা বাগানে শ্রম কল্যাণের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী (চলমান)					
০১	চা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্মত আবাসিক সুবিধা প্রদান। শ্রমিক বাসস্থান (১৫,০০০টি) ও শৌচাগার (১৫,০০০টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান কর্তৃপক্ষ	৬০০০টি শ্রমিক বাসস্থান এবং ৬০০০ টি শৌচাগার নির্মান করা হবে। শ্রমিকরা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে, বসবাস করাতে পারবে, রোগবালাই থেকে রক্ষা পাবে, কাজে অধিক মনোযোগী হবে। ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে	৬০০০ + ৬০০০= ১২০০০টি শ্রমিক বাসস্থান এবং ৬০০০+৬০০০= ১২০০০ টি শৌচাগার নির্মাণ করা হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করবে। শ্রমিকরা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে, বসবাস করতে পারবে, রোগবালাই থেকে রক্ষা পাবে, কাজে অধিক মনোযোগী হবে। ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে	৬০০০+৬০০০+৩০০০ = ১৫,০০০টি শ্রমিক বাসস্থান এবং ৬০০০+ ৬০০০+৩০০০ = ১৫,০০০ টি শৌচাগার নির্মাণ করা হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করবে। শ্রমিকরা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে, বসবাস করতে পারবে রোগবালাই থেকে রক্ষা পাবে, কাজে অধিক মনোযোগী হবে। ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে
০২	পানীয় জলের সুবাধা তৈরী গভীর নলকূপ (৪০টি) হস্তচালিত নলকূপ (৪৫০০টি) পাতকুয়া (৩০০টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	১৫টি গভীর নলকূপ, ২০০০ টি হস্তচালিত নলকূপ এবং ১২৫টি পাতকুয়া নির্মাণ করা হবে। শ্রমিকরা সুপেয় পানি পানের সুযোগ পাবে, পানি বাহিত রোগবালাই থেকে রক্ষা পাবে। সুস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে পারবে	১৫টি+১৫টি=৩০টি গভীর নলকূপ, ২০০০ টি+ ২০০০টি=৪০০০টি হস্তচালিত নলকূপ এবং ১২৫টি + ১২৫টি=২৫০টি পাতকুয়া নির্মাণ করা হবে। শ্রমিকরা সুপেয় পানি পানের সুযোগ পাবে, পানি বাহিত রোগবালাই থেকে রক্ষা পাবে। সুস্বাস্থ্য নিয়ে	১৫টি+১৫টি+১০টি=৪০ টি গভীর নলকূপ, ২০০০ টি+ ২০০০টি+ ৫০০টি= ২৫০০টি হস্তচালিত নলকূপ এবং ১২৫টি + ১২৫টি + ৫০টি=৩০০টি পাতকুয়া নির্মাণ করা হবে। শ্রমিকরা সুপেয় পানি পানের সুযোগ পাবে, পানি বাহিত

				কাজ করতে পারবে	রোগবালাই থেকে রক্ষা পাবে। সুস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে পারবে
০৩	স্বাস্থ্য সেবা- হাসপাতাল/কমি উনিটি ক্লিনিক/ ডিসপেন্সারী/ ক্রেশ হাউজ (১৫টি) মাদারস্ ক্লাব (১০০টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	৬টি ক্রেশ হাউস এবং ৪০টি মাদারস্ ক্লাব নির্মাণ করা হবে। এতে স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য হওয়ায় চা বাগানের শ্রমিকদের প্রধান সমস্যা- দুর্বল স্বাস্থ্য ও অপুষ্টি হ্রাস পাবে।	৬টি+৬টি=১২টি ক্রেশ হাউস এবং ৪০টি+ ৪০টি =৮০টি মাদারস্ ক্লাব নির্মাণ করা হবে। এতে স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য হওয়ায় চা বাগানের শ্রমিকদের প্রধান সমস্যা- দুর্বল স্বাস্থ্য ও অপুষ্টি হ্রাস পাবে।	৬টি+৬টি+৩টি=১৫টি ক্রেশ হাউস এবং ৪০টি+৪০টি+২০টি =১০০টি মাদারস্ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য হওয়ায় চা বাগানের শ্রমিকদের প্রধান সমস্যা- দুর্বল স্বাস্থ্য ও অপুষ্টি হ্রাস পাবে।
০৪	শ্রম আদালত	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে।		

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
ঞ. চা বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী					
০১	চা বাগান ব্যবস্থাপকদের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (১৭০ জন) ও কর্মশালা (৭২০ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	৭৫ জনকে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা করানো হবে। এছাড়াও ২৪০ জন ব্যবস্থাপককে কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করানো হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	৭৫+৭৫=১৫০জনকে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা করানো হবে। এছাড়াও ২৪০ + ২৪০=৪৮০জন ব্যবস্থাপককে কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করানো হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	৭৫+৭৫+২০=১৭০জন কে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা করানো হবে। এছাড়াও ২৪০ +২৪০+ ২৪০=৭২০জন ব্যবস্থাপককে কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করানো হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।
০২	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবক প্রশিক্ষণ (১২০ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	৪০ জনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকগনের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত হবে।	৪০+৪০=৮০ জনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকগনের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত হবে।	৪০+৪০+৪০=১২০ জনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকগনের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত হবে।
০৩	প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (৩০০ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	প্রথম ৫ বৎসরে ৩০০ জন প্রাথমিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক পোষ্যগণের শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত ও উন্নত হবে।	শ্রমিক পোষ্যদের প্রাথমিক শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।	শতভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হবে।
০৪	ষ্টাফদের চা উৎপাদন কোর্স (১৮০ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	৬০ জনকে চা উৎপাদন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে অধিক চা উৎপাদন এবং উৎপাদিত চায়ের মান ও গুণাগুণ সংরক্ষণ সহজ হবে।	৬০+৬০=১২০ জনকে চা উৎপাদন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে অধিক চা উৎপাদন এবং উৎপাদিত চায়ের মান ও গুণাগুণ সংরক্ষণ সহজ হবে।	৬০+৬০+৬০=১৮০ জনকে চা উৎপাদন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে অধিক চা উৎপাদন এবং উৎপাদিত চায়ের মান ও গুণাগুণ সংরক্ষণ সহজ হবে।

০৫	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (৭২০ জন) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৭২০ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	২৪০ জনকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এছাড়াও ২৪০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে অধিক চা উৎপাদন এবং উৎপাদিত চায়ের মান ও গুণাগুণ সংরক্ষণ সহজ হবে।	২৪০+২৪০=৪৮০ জনকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এছাড়াও ২৪০+ ২৪০ = ৪৮০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে অধিক চা উৎপাদন এবং উৎপাদিত চায়ের মান ও গুণাগুণ সংরক্ষণ সহজ হবে।	২৪০+২৪০+২৪০=৭২০ জনকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এছাড়াও ২৪০+২৪০ + ২৪০ =৭২০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে অধিক চা উৎপাদন এবং উৎপাদিত চায়ের মান ও গুণাগুণ সংরক্ষণ সহজ হবে।
০৬	চা বোর্ড পিডিইউ এবং বিটিআরআই এর কর্মকর্তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ (৩১ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	১২ জন কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	১২+১২ =২৪জন কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	১২+১২+৭=৩১ জন কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।
০৭	প্লানিং একাডেমি/বিপি এটিসিতে (প্রকল্প পরিকল্পনা) প্রশিক্ষণ (৩২ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	১২ জনকে প্লানিং একাডেমি/বিপিএটিসিতে (প্রকল্প পরিকল্পনা) প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	১২+১২= ২৪জনকে প্লানিং একাডেমি/বিপিএটিসিতে (প্রকল্প পরিকল্পনা) প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	১২+১২+৮=৩২ জনকে প্লানিং একাডেমি/ বিপিএটিসিতে (প্রকল্প পরিকল্পনা) প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।
০৮	বিআইএম/বিএআরডি/বিএআরআই-তে (অফিস ব্যবস্থাপনা) স্থানীয় প্রশিক্ষণ (৯১ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	৩৫ জনকে বিআইএম/বিএআরডি/বিএআরআই-তে অফিস ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। চা শিল্পের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	৩৫+৩৫=৭০ জনকে বিআইএম/বিএআরডি/বিএআরআই- তে অফিস ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। চা শিল্পের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	৩৫+৩৫+২১=৯১ জনকে বিআইএম/ বিএআরডি/বিএআরআই তে অফিস ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। চা শিল্পের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
			ট. প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্যক্রম		
০১	চা আমদানির নেতিবাচক প্রভাব দূরীকরণ	বানিজ্য মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং সম্পৃক্ততায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১. যৌক্তিক পরিমাণ শুল্ক কর আরোপের ফলে মানসম্পন্ন চা আমদানি নিশ্চিত হবে। যা চা শিল্পের অগ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করবে। দেশের অর্থনীতি এবং জলবায়ুর উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। ২. আমদানি লাইসেন্সের ফলে প্রয়োজনীয় পরিমানে উপযুক্ত মানের চায়ের আমদানি হবে।	প্রয়োজনীয় পরিমানে উপযুক্ত মানের চায়ের আমদানি অব্যাহত থাকবে। চায়ের বাজার দর সহনীয় পর্যায় থাকবে।	প্রয়োজনীয় পরিমানে উপযুক্ত মানের চায়ের আমদানি অব্যাহত থাকবে। চায়ের বাজার দর সহনীয় পর্যায় থাকবে।
০২	চা বাগানের জমির সীমানা	বাংলাদেশ চা বোর্ড	চা চাষ ব্যবস্থাপনায় অনুকূল পরিবেশ তৈরি	চা চাষ ব্যবস্থাপনায় অনুকূল পরিবেশ অব্যাহত	চা চাষ ব্যবস্থাপনায় অনুকূল পরিবেশ

	সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন	এবং সম্পৃক্ততায় ভূমি মন্ত্রনালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক	হবে।	থাকবে।	অব্যাহত থাকবে।
০৩	ইজারা পদ্ধতি সহজীকরণ	বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং সম্পৃক্ততায় ভূমি মন্ত্রনালয় ও সংশ্লিষ্টজে লা প্রশাসক	স্বল্প সময়ে ভুমির ইজারার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।	স্বল্প সময়ে ভুমির ইজারা নবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।	স্বল্প সময়ে ভুমির ইজারা নবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।
০৪	শ্রমিক মজুরী যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ	চা সংসদ চা শ্রমিক ইউনিয়ন	নির্দিষ্ট হারে শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।	নির্দিষ্ট হারে শ্রমিক মজুরী এবং আর্থিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।	নির্দিষ্ট হারে শ্রমিক মজুরী এবং আর্থিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।
০৫	নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ	বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং সম্পৃক্ততায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	সার্বক্ষিণকভাবে চা প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্ভব হবে। ফলে চায়ের গুণাগতমান বৃদ্ধি পাবে।	সার্বক্ষিণকভাবে চা প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং চায়ের গুণাগতমান বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।	সার্বক্ষিণকভাবে চা প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং চায়ের গুণাগতমান বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।
০৬	গ্যাস সংযোগ প্রদান	বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং সম্পৃক্ততায় বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	চা প্রক্রিয়াজাতকরণ খরচ হ্রাস পাবে।	চা প্রক্রিয়াজাতকরণ খরচ হ্রাস অব্যাহত থাকবে।	চা প্রক্রিয়াজাতকরণ খরচ হ্রাস অব্যাহত থাকবে।
০৭	বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব মোকাবেলা	বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং সম্পৃক্ততায় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমূহ	গবেষণার মাধ্যমে লাগসই প্রকৃতির চায়ের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।	গবেষণার মাধ্যমে লাগসই প্রকৃতির চায়ের জাত উদ্ভাবন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে।	গবেষণার মাধ্যমে লাগসই প্রকৃতির চায়ের জাত উদ্ভাবন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে।
০৮	বাগান এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ	বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং সম্পৃক্ততায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	শ্রমিকের আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত হবে।	শ্রমিকের আর্থিক স্বচ্ছলতা অব্যাহত থাকবে।	শ্রমিকের আর্থিক স্বচ্ছলতা অব্যাহত থাকবে।

		মন্ত্রনালয়			
চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)					
ক্রম	**করণীয় বিষয়**	**বাস্তবায়নে**	**প্রত্যাশিত ফল**		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	**মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)**	**দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫ (৪+৫)**	**৬ (৪+৫+৬)**
ঠ. ঝুকি মোকাবেলা					
০১	ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ	বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং সম্পৃক্ততায় ভূমি মন্ত্রণালয়	চা ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলে ভূমি ক্ষয়রোধসহ পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব হবে। ফলে চা চাষ অব্যাহত থাকবে।	চা ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলে ভূমি ক্ষয়রোধসহ পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব হবে। ফলে চা চাষ অব্যাহত থাকবে।	চা ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলে ভূমি ক্ষয়রোধসহ পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব হবে। ফলে চা চাষ অব্যাহত থাকবে।
০২	শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং বাগান মালিক	শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। ফলে চা আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়া অব্যাহত থাকবে। ফলে এ শিল্পে শ্রমিক স্বল্পতা সৃষ্টি হবে না।	শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়া অব্যাহত থাকবে। ফলে এ শিল্পে শ্রমিক স্বল্পতা সৃষ্টি হবে না।

২৩.বাংলাদেশ চা শিল্পের জন্য গৃহীত উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা সমূহ: বাংলাদেশ চা শিল্পের বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে তা দূরীকরণে ২২ প্যারার ঙ এর 'ক' হতে 'ঠ' তে বিবৃত পরিকল্পনাসমূহের আলোকে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য ১২ বছর মেয়াদী ১১টি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক. উন্নয়নশীল চা বাগানগুলোর উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ : যে সব বাগা নের জমির গড় ব্যবহার ৫০% এর বেশি, হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন জাতীয় গড় উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি, সম্প্রসারণ জমি থাকা সাপেক্ষে যারা নূন্যতম ১% সম্প্রসারণ আবাদ অব্যহত রাখছে, সরকার/চা বোর্ড/কৃষি ব্যাংকের কাছে দায় দেনার সমস্যা নাই এবং ইজারা/ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন জটিলতা নাই সেই সব বাগানকে ১৯৯৮ ইং সালে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক গঠিত ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি টাস্কফোর্স উন্নয়নশীল চা বাগান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আর যে সব বাগান এই যোগ্যতার মাপকাঠি অর্জন করতে পারে নাই তাদেরকে স্বল্পোন্নত/রুগ্ন বাগান হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান মোট ১৬২ টি চা বাগানের মধ্যে ১৪৯টিকে উন্নয়নশীল এবং ১৩ টিকে স্বল্পোন্নত/ রুগ্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ চা বাগানগুলোর আওতায় মোট জমির পরিমান ১,১৪,৭৮১.৮১ হেক্টর যার মধ্যে চা চাষাধীন জমির পরিমাণ ৫৯,০১৮ হেক্টর । চা চাষাধীন জমির মধ্যে আবার ৯,৪০০ হেক্টরের চা গাছ অতিবয়স্ক (৬০ বছরের উর্ধ্বে) ও অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক যার হেক্টর প্রতি বাৎসরিক উৎপাদন মাত্র ৪৮২ কেজি। বিদ্যমান এসকল চা গাছ উৎপাটন করে মাটি যথাযথভাবে পুনর্বাসনপূর্বক উন্নত জাতের রোপণ সামগ্রী দ্বারা পুনরাবাদ করা প্রয়োজন। তাছাড়া, এসকল চা বাগানগুলোর আওতায় নতুন ভাবে চা সম্প্রসারণযোগ্য ৫৮৬৮.২৫ হেক্টর জমি রয়েছে। অধিকন্তু, বয়স্ক চা গাছ এলাকার শূণ্যস্থান পূরণ, যথাযথভাবে জৈব পদার্থ, সার এবং রাসায়নিক ব্যবহার ও উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি ইত্যাদি অনুসরণপূর্বক নিবিড় চাষাবাদ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ সকল দিক বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়নশীল চা বাগানগুলোর উন্নয়নের জন্য একটি ১২ বছর মেয়াদী (২০১৬-১৭ হতে ২০২৭-২৮) উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কর্মসূচি ৩ টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত ভাবে ৫৫,৩৪৯.০৭ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে।

টেবিল-৫

চা বাগানগুলোর উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচি

(পরিমাণ হে:/নং এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের খাত	১ম ৫ বছর ২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১		২য় ৫ বছর ২০২১-২০২২ হতে ২০২৫-২০২৬		৩য় ২ বছর ২০২৬-২০২৭ হতে ২০২৭-২০২৮		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
চা এলাকার শুন্যস্থান পূরণ এবং নিবিড় চাষাবাদ (লক্ষ চারা)	৭০	৭০০.০০	৭০	৭০০.০০	২৫	২৫০.০০	১৬৫	১৬৫০.০০
চা ব্লক পুনরাবাদ/খন্ড পুনরাবাদ	৩৮৫০	১৩১৬৭.০০	৪৪২৪	১৫১৩.০৮	১৭২৬	৫৯০২.৯২	১০০০০	৩৪২০০.০০
চা এলাকা সম্প্রসারণ	২০০০	৬০০০.০০	২০০০	৬০০০.০০	১০০০	৩০০০.০০	৫০০০	১৫০০০.০০
যানবাহন, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম (সংখ্যা)								
ট্রাক্টর	৬০	৪২০.০০	১২০	৮৪০.০০			১৮০	১২৬০.০০
ট্রেইলর	১৪০	১৪০.০০	২২০	২২০.০০			৩৬০	৩৬০.০০
জলাধার (১৫০০ লিটার)	৮০	৪০.০০	১২০	৬০.০০			২০০	১০০.০০
ট্রেইলারসহ পাওয়া টিলার,	৩৫	৪২.০০	৩৫	৪২.০০			৭০	৮৪
নার্সারী সেচ যন্ত্র	৫৫	১৩৭.০০	১১৫	২৮৬.৪৫	৫০	১১৬.৭২	২২০	৫৪০.১৭
৫০ একর সেচ যন্ত্র	৫০	৪৫০.০০	৫০	৪৫০			১০০	৯০০.০০
১০০ একর সেচ যন্ত্র	২০	২৫০.০০	৫	৬২.৫০			২৫	৩১২.৫০
৫০ হেঃ ভূ-গর্ভস্থ স্থায়ী সেচ	৩০	৯০০.০০					৩০	৯০০.০০
হস্তচালিত স্প্রেয়ার	৪০০	১২.০০	৪০০	১২.০০	২০০	৬.০০	১০০০	৩০.০০
পাওয়ার স্প্রেয়ার	৫০	৪.০০	৭৫	৬.০০	৩০	২.৪০	১৫৫	১২.৪০
মোট		২২৬২.০০		২৩৮০৯.০৩		৯২৭৮.০৪		৫৫৩৪৯.০৭

খ. স্বল্প উন্নত চা বাগানগুলোর উন্নয়ন: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মোট ১৬২ টি চা বাগানের মধ্যে স্বল্পোন্নত/রুগ্ন চা বাগান হচ্ছে ১৩টি। যার মোট আয়তন ৪,৬৬৩.৪৫ হেক্টর অর্থাৎ মোট বরাদ্দকৃত জমির ৪.০১% রুগ্ন চা বাগানের আওতাভুক্ত । এ বাগানগুলোর মোট বরাদ্দকৃত জমির ৩২.৮৭% এলাকায় অর্থাৎ ১,৫৩২.৭১ হেক্টর জমিতে চা আবাদ হয়ে থাকে। রুগ্ন চা বাগানগুলোর মধ্যে কয়েকটি বাগানের ভূমি ব্যবহার ১৭% এর কম। এ ১৩টি চা বাগানে বছরে মাত্র ০.৭৩ মি: কেজি চা উৎপাদিত হয় (হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন মাত্র ৪৭৮ কেজি) । মূলতঃ এ চা বাগানগুলোর কারণেই চা শিল্পের হেক্টর প্রতি গড় বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা দুস্কর হয়ে পড়েছে। দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রুগ্ন চা বাগানগুলোর বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়ন সাধন সম্ভব। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাগানগুলোর উন্নয়নের জন্য ৫,২৪৪.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য ১২ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ অর্থ নিম্নোক্ত ভাবে ব্যয় হবেঃ

টেবিল-৬

স্বল্পোন্নত চা বাগানগুলোর উন্নয়ন কর্মসূচি

(সংখ্যা লক্ষ এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের প্রধান খাত	১ম ৫ বছর ২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১		২য় ৫ বছর ২০২১-২০২২ হতে ২০২৫-২০২৬		৩য় ২ বছর ২০২৬-২০২৭ হতে ২০২৭-২০২৮		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়
চা এলাকার শুন্যস্থান পূরণ এবং নীবিড় চাষাবাদ (লক্ষ চারা)	৩৫	৩৫০.০০	৩৫	১৫০.০০	২০	২০০.০০	৯০	৯০০.০০
চা ব্লক পুনরাবাদ/খন্ড পুণরাবাদ	১৫০	৫১৩.০০	১৫০	৫১৩.০০	২০	৬৮.৪০	৩২০	১০৯৪.৪০
চা এলাকা সম্প্রসারণ	৪০০	১২০০.০০	৪০০	১২০০.০০	২০০	৬০০.০০	১০০০	৩০০০.০০
যানবাহন এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ								
ট্রাক্টর	১০	৭০.০০	৫	৩৫.০০	-	-	১৫	১০৫.০০
ট্রেইলর	১০	১০.০০	৫	৫.০০	-	-	১৫	১৫.০০
ট্রেইলারসহ পাওয়া টিলার	২০	২৪.০০	১০	১২.০০	-	-	৩০	৩৬.০০
নার্সারী সেচ যন্ত্র (২.৫ একর)	২০	৫০.০০	১৫	৩৬.৫০	-	-	৩৫	৮৬.৫০
হস্তচালিত স্প্রেয়ার	১০০	৩.০০	১০০	৩.০০	৫০	১.৫০	১৫০	৭.৫০
মোট		২২২০.০০		২১৫৪.৫০		৮৬৯.৯০		৫২৪৪.৪০

গ. ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ সম্প্রসারণ: চা আইনে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসারে ২০ একরের কম জমিতে চা চাষাবাদ করা হলে তাকে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের তথ্য অনুসারে ৫ একরের উপরে এবং ২০ একরের নীচে চা চাষাবাদ হলে তাকে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ এবং ৫ একরের নীচে চা আবাদ করলে তাকে ক্ষুদ্র চা উৎপাদনকারী বলা হয়েছে। ২০ একর বা তার উ র্ধ্বে হলে তাকে চা বাগান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রধান চা উৎপাদনকারী দেশগুলোতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ ক্রমবর্ধমানহারে অধিকতর জনপ্রিয় ও টেকসই চা চাষ পদ্ধতি হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। কারণ, এ চাষাবাদ প্রক্রিয়ায় শ্রমিক সমস্যা কম, উৎপাদন খরচ সীমিত, উৎপাদনশীলতা ও লাভ বেশি। দক্ষিণ ভারতে ৪৭,৫০০ ক্ষুদ্রায়তন চা উৎপাদনকারীর আওতায় মোট ২৩,০০০ হেক্টর (২৭%) চা চাষের জমি রয়েছে। এদের হেক্টর প্রতি জাতীয় গড় উৎপাদন ২,২৯০ কেজি। তারা দক্ষিণ ভারতে উৎপাদিত মোট চা এর ৪২% উৎপাদন করে থাকেন। শ্রীলংকায় ১,৮৭,০০০ হেক্টর জমি চা চাষের আওতায় আছে। তৎমধ্যে ক্ষুদ্রায়াতন চা উৎপাদনকারীদের আওতায় ৮৪,১৫০ হেক্টর জমি আছে যা মোট জমির ৪২% এবং জাতীয় উৎপাদনের ৬০% এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয়। কেনিয়াতে ৩,১২,৭০০ ক্ষুদ্রায়তন চা উৎপাদনকারীর আওতায় মোট ৪৭,০০০ হেক্টর জমি রয়েছে। তারা কেনিয়ার মোট চা উৎপাদনের ৫৬% উৎপাদন করে থাকেন। এই দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশে অধিকতর অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে।

বাংলাদেশে বৃহদায়তনের চা বাগান প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় বৃহৎ আকৃতির জমির প্রাপ্যতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে নীতিনির্ধারকদের জন্য দেশের উপযুক্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ চা বোর্ড ২০০২ সালে পিএমটিসি (বাংলাদেশ) লি: এর মাধ্যমে একটি সমন্বিত উপযোগিতা সমীক্ষা পরিচালনা করে। চা চাষের সকল উপযো গিতার পরিমাপক পরীক্ষার পর এ সমীক্ষায়, পঞ্চগড় জেলার ১৬,০০০ হেক্টর, ৩ টি পার্বত্য জেলার ৪৬,৮৭৫ হেক্টর এবং বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রাম এর সনাতনী চা চাষ এলাকার ৩,৫০০ হেক্টর জমিতে কোন রকম আইনগত ও প্রশাসনিক জটিলতা ছাড়া ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ সম্প্রসারণ করা সম্ভব মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়। তাছাড়া, ২০০৪ সালে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় আরেকটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়। এ সমীক্ষা প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় ৪,০৬৭ হেক্টর, ঠাকুরগাঁয়ে ৪,৪৫৫ হেক্টর এবং চট্টগ্রাম ও ক ক্সবাজার জেলায় ৭,৮২২ হেক্টর জমি ক্ষুদ্রায়াতন চা চাষ সম্প্রসারণের উপযোগী। সমীক্ষা প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ সকল এলাকায় দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের সম্ভাবনার বিষয় বিবেচনা করে বাংলাদেশ চা বোর্ড ২টি প্রকল্প গ্রহণ করে- যার একটি দেশের উত্তরাঞ্চলে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, লালমনিরহাঁট এবং দিনাজপুর জেলায় এবং অপরটি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়। দেশের উত্তরাঞ্চলে নেয়া 'Development of Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৮৬.৩৩ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন সময় ছিল জানুয়ারি ২০০২

হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত । ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পটির অবকাঠামোগত কার্যক্রমের ৫০% এবং আর্থিক কার্যক্রমের ৪৯.৫২% সম্পন্ন হয়েছে।

টেবিল- ৭

বাংলাদেশ চা বোর্ড পরিচালতি সমন্বিত উপযোগীতা সমীক্ষা অনুযায়ী ক্ষুদ্রায়তন চা চাষযোগ্য জমি

পঞ্চগড় জেলা	১৬০০০	হেক্টর
৩ টি পার্বত্য জেলা	৪৬৮৭৫	হেক্টর
বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রাম	৩৫০০	হেক্টর
বৃহত্তর ময়মনসিংহ	৪০৬৭	হেক্টর
ঠাঁকুরগাও জেলা	৪৪৫৫	হেক্টর
চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা	৭৮২২	হেক্টর

পাই চিত্র- ৩

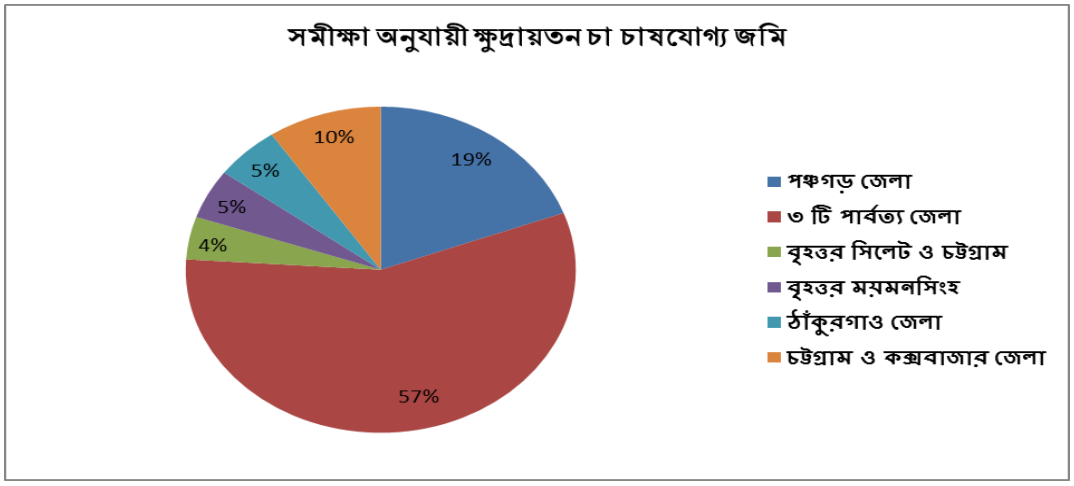

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য নেয়া 'Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts' শীর্ষক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১০২৯.৩৩ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন সময় আগস্ট, ২০০৩ হতে জুলাই, ২০১৫ পর্যন্ত । যেহেতু দেশের উত্তরাঞ্চলের জন্য নেয়া প্রকল্পটির মেয়াদ ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নেয়া প্রকল্পটির মেয়াদ ২০১৫ সালের জুলাই মাসে শেষ হয়েছে সেহেতু সার্বিকভাবে দেশের চা উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রায় ২০ কোটি টাকা অর্থায়নে ৩ টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৯-২০২০ সন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ক্ষুদ্রায়তন চা উৎপাদনকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Common Fund for Commodities অর্থায়নে দেশের পঞ্চগড় ও পার্বত্য বান্দরবান জেলায় একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল । প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত । এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র চা চাষীদের চা চাষে প্রশিক্ষণ প্রদান , ১০ লক্ষ চা চারা উত্তোলন পূর্বক ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে বিতরণ এবং ১০টি সবুজ চা পাতা সংগ্রহ কেন্দ্র ও ১০টি সমবায় কেন্দ্র স্থাপন, ২টি পিকআপ, ৩টি লাইট ট্রাক, ৩টি মটর সাইকেল ক্রয়, প্রভৃতি কাজ। যা সম্পূর্ণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০১৫ সমাপ্ত হয়েছে।

বান্দরবান জেলায় সুয়ালক এলাকায় একটি চা কারখানা স্থাপন করা হলে উক্ত এলাকার চা চাষীরা চা আবাদে আরো উৎসাহিত হবে। এ জন্য বর্তমানে গৃহীত প্রকল্পে ১টি কারখানা স্থাপনে র সংস্থান রাখা হয়েছে। তাছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সেখানে চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে চা চাষ তামাক চাষকে প্রতিস্থাপন করতে পারে।
এই সকল দিক বিবেচনা করে দেশের উত্তরাঞ্চল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ৪০০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ এবং ৫ টি 'বটলীফ' চা কারখানা স্থাপনের জন্য ১৩,৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ৩ পর্যায়ে বাস্তবায়ন যোগ্য ১২ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

টেবিল-৮

ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি

(পরিমাণ হে:/নং এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের প্রধান খাত	১ম ৫ বছর ২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১		২য় ৫ বছর ২০২১-২২ হতে ২০২৫-২৬		৩য় ২ বছর ২০২৬-২০২৭ হতে ২০২৭-২০২৮		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
চা এলাকা সম্প্রসারণ	১৫০০	৪৫০০.০০	২০০০	৬০০০.০০	৫০০	১৫০০.০০	৪০০০	১২০০০.০০
বট-লীফ কারখানা	২	৬৪০.০০	২	১	১	৩২০.০০	৫	১৬০০.০০
মোট		৫১৪০.০০				১৮২০.০০		১৩৬০০.০০

ঘ. চা কারখানা সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণ : উন্নতমানের চা তৈরির লক্ষ্যে কারখানাগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করা প্রয়োজন। বিদ্যমান ১৬২ টি বাগানের মধ্যে ৯৬ টিতে সুসজ্জিত কারখানা রয়েছে, ১৮টি কারখানার যন্ত্রপাতি অত্যন্ত নিম্নমানের। অবশিষ্ট ৪৮টি চা বাগানে কোন কারখানা নেই। এ বাগানগুলি তাদের উৎপাদিত কাঁচা পাতা অন্য চা কারখানায় বিক্রি করে অথবা সনাতনী পদ্ধতিতে নিজেরাই চা প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। এই বাগানগুলোর মধ্যে কিছু কিছু বাগান নিজেদের কারখানা স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত কাঁচা পাতা উৎপাদন করতে পারে না। 'বিটিআরপি' বাস্তবায়নকালীন সময়ে রোপিত চা গাছ ইতোমধ্যে পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হওয়ায় চা উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২১ শতকের জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে চায়ের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। অতিরিক্ত উৎপাদিত চা প্রক্রিয়াজাত করার সুবিধা সৃষ্টির জন্য কারখানাসমূহকে আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন। মানসম্পন্ন চা তৈরির জন্য অপর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি সম্বলিত কারখানাগুলিকে যথাযথভাবে সুসজ্জিত করতে হবে। যে সকল বাগানে কারখানা নাই সেখানে নতুন কারখানা স্থাপন করতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে চা কারখানাগুলোকে সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণের জন্য মোট ৭,৭৮৬.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ১২ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে যা নিম্মোক্তভাবে ৩টি পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য :

টেবিল-৯
চা কারখানা সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি

(পরিমাণ সংখ্যায় এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের প্রধান খাত	১ম ৫ বছর ২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১		২য় ৫ বছর ২০২১-২২ হতে ২০২৫-২৬		৩য় ২ বছর ২০২৬-২৭ হতে ২০২৭-২৮		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উইদারিং ট্রাফ	১২৫	২১৮.৭৫	২০০	৩৫০.০০	১০০	১৭৫.০০	৪২৫	৭৪৩.৭৫
ট্রাফ ফ্যান	১২৫	১২৫.০০	২০০	২০০.০০	১০০	১০০.০০	৪২৫	৪২৫.০০
১৫'' রোটার ওভেন	১৫	৪৫.০০	৫০	১৫০.০০	২৫	৭৫.০০	৯০	২৭০.০০
রোলিং টেবিল	৫	১০.০০	-	-	-	-	৫	১০.০০
সিটিসি মেশিন	২০	৫২০.০০	৪০	১০৪০.০০	-	-	৬০	১৫৬০.০০
হিউমিডিফায়ার	৮০	১২.৮০	১৫০	২৪.০০	৫০	৪.০০	২৮০	৪৪.৮০
গুগী শিপ্টার	৪	৮.০০	২০	২০.০০	৫	৫.০০	৩৩	৩৩.০০
ড্রায়ার	২০	৬৬০.০০	৪০	১৩২০.০০	-	-	৬০	১৯৮০.০০
কনটিনিউয়াস ফারমেন্টিং মেশিন	২০	৫০০.০০	৪০	১০০০.০০	-	-	৬০	১৫০০.০০
সর্টার-কাম-ফাইবার একারট্রাক্টর	৩০	৬৭.৫০	৫০	১১২.৫০	-	-	৮০	১৮০.০০
সুইয়িং মেশিন	২৫	২.৫০	৫০	৫.০০	২৫	২.৫০	১২০	১০.০০
ডিজেল জেনারেটিং সেট	২০	২০০.০০	৪০	৪০০.০০	-	-	৬০	৬০০.০০
কেপাসিটার ব্যাংক	২০	১০.০০	৪০	২০.০০	-	-	৬০	৩০.০০
ট্রান্সফর্মার	২০	১০০.০০	৪০	২০০.০০	-	-	৬০	৩০০.০০
মিলিং লেথ	২০	১০০.০০	-	-	-	-	২০	১০০.০০
মোট		২৫৭৯.৫৫		৪৮৪১.৫০		৩৬৫.৫০	১৮৩৮	৭৭৮৬.৫৫

ঙ. প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট শক্তিশালীকরণ: প্রস্তাবিত কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ চা বোর্ডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট এর তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম শক্তিশালী করার প্রয়োজন হবে। 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটের নিজস্ব মিশন থাকা আবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানে জনবল কাঠামোতে বিদ্যমান ৫১টি পদের অতিরিক্ত হিসাবে নিম্নোক্ত ৭টি পদে জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

১. সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ৩ জন
২. পরিকল্পনা/ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা ১ জন
৩. সহকারী প্রকৌশলী ১ জন
৪. কম্পিউটার অপারেটর ২ জন

এ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ১৯৮.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ৩টি পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য লোকবল নিয়োগের কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

টেবিল-১০

প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট শক্তিশালীকরণের জন্য অতিরিক্ত জনবল

(পরিমাণ সংখ্যায় এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের প্রধান খাত	১ম ৫ বছর ২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১		২য় ৫ বছর ২০২১-২২ হতে ২০২৫-২৬		৩য় ২ বছর ২০২৬-২০২৭ হতে ২০২৭-২০২৮		মোট	
	পদ সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পদ সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পদ সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পদ সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৩	৩৬.০০	৩	৪৩.২০	৩	১৭.২৮	৩	৯৬.৪৮
সহকারী প্রকৌশলী	১	১২.০০	১	১৪.৪০	১	৫.৭৬	১	৩২.১৬
পরিকল্পনা/ডকুমেনটেশন কর্মকর্তা	১	১২.০০	১	১৪.৪০	১	৫.৭৬	১	৩২.১৬
কম্পিউটার অপারেটর	২	১৪.০০	২	১৬.৮০	২	৬.৭২	২	৩৭.৫২
মোট	৭	৭৪.০০	৭	৮৮.৮০	৭	৩৫.৫২	৭	১৯৮.৩২

চ. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ : বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিটিআরআই) এর নিজস্ব মিশন থাকা অপরিহার্য। গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য বিটিআরআই এর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ উন্নতমানের গবেষণাগার প্রয়োজন। বিটিআরআই এর গবেষণালব্ধ ফলাফল চা শিল্পে প্রয়োগের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। চা শিল্পে বিদ্যমান নিম্ন উৎপাদনশীলতা, উচ্চ উৎপাদন ব্যয়, চা চাষে অতি নিম্নহারে ভূমির ব্যবহার ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে বিটিআরআই এর জন্য একটি কার্যকর কৌশলগত গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় বাংলাদেশের চা' এর উৎপাদন বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল ও মান সম্পন্ন চায়ের ক্লোন উদ্ভাবন, মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি, বিশেষ গুরুত্ব সহকারে অনুজীব পদ্ধতির প্রয়োগসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে রোগবালাই, কীটপতঙ্গ ও আগাছা দমনের জন্য সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ, চা শিল্পের আর্থ-সামাজিক অবস্থার গবেষণা ইত্যাদি বিষয়গুলিতে সর্বাধিক গুরুত্বরোপ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পে ৬টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মোট ২৯৮.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

টেবিল-১১

কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের খাত	১ম ৫ বছর ২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১		২য় ৫ বছর ২০২১-২২ হতে ২০২৫-২৬		৩য় ২ বছর ২০২৬-২০২৭ থেকে ২০২৭-২০২৮		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১. বিটিআরআই এবং সাব-ষ্টেশনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ।		৫২.০০		৪৪.০০		৩০.০০		১২৬.০০
২. বিটিআরআই উদ্ভাবিত ক্লোন, উন্নতবীজ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি বিতরণ		১৪.০০		৯.০০		৭.০০		৩০.০০
৩. মাটির গুণাগুণ সংরক্ষণ ও বাড়ানোর জন্য এর জৈব পদার্থ বৃদ্ধি		৭.৫৫		৭.৫৫		৩.১২		১৮.২২
৪. সংকরায়নের মাধ্যমে চায়ের উন্নত ক্লোন ও বীজ উদ্ভাবন		৪.৬০		৪.১০		২.০০		১০.৭০
৫. সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনা এবং অনুজীব পদ্ধতিতে রোগবালাই দমন		৬৫.৪০		৩০.৮০		৭.২৫		১০৩.৪৫
৬. স্থানীয় অর্থনীতিতে চা উন্নয়ন কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাব		৪.০০		৪.০০		২		১০.০০
মোট		১৪৭.৫৫	-	৯৯.৪৫		৫১.৩৭		২৯৮.৩৭

ছ. অবকাঠামোগত উন্নয়ন: চা শিল্পে বিদ্যমান সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সেতু ও কালভার্টসহ চা বাগান এলাকায় সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা আবশ্যক যাতে বাগানগুলোতে উৎপাদিত চা বাজারজাত ও পরিবহ নসহ অন্যান্য উপকরণ, যন্ত্রপাতি, প্যাকেটিং সামগ্রী, পেট্রোলিয়াম ও লুব্রিকেটিং পণ্য, খুচরা যন্ত্রাংশ, রেশন ইত্যাদি সহজে পরিব হন করা যায় এবং চা বাগান এলাকায় বসবাসকারী লোকজনের যাতায়াত ও যোগাযোগ সহজ হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে চা বাগানগুলোর যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগ সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণের জন্য মোট ২,০১৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ১২ বছর মেয়াদী নিম্নে উল্লেখিত উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

টেবিল-১২
চা বাগানগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী

(পরিমাণ কিঃমিঃ/সংখ্যা এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের খাত	১ম ৫ বছর ২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১		২য় ৫ বছর ২০২১-২০২২ হতে ২০২৫-২০২৬		৩য় ২ বছর ২০২৬-২০২৭ থেকে ২০২৭-২০২৮		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
রাস্তা	২০	৬২০.০০	২০	৬২০.০০	৭	২১৭.০০	৪৭	১৪৫৭.০০
কালভার্ট	২০	৮০.০০	২০	৮০.০০	১০	৪০.০০	৫০	২০০.০০
ব্রিজ	১৫	১৩৫.০০	১৫	১৩৫.০০	১০	৯০.০০	৪০	৩৬০.০০
মোট		৮৩৫.০০		৮৩৫.০০		৩৪৭.০০		২০১৭.০০

জ. চা বাগানের সেচ সুবিধাদির উন্নয়ন : বাংলাদেশে চা শিল্প শুষ্ক মৌসুমে তীব্র খরার সম্মুখীন হয়, আবার বর্ষাকালে সমতল চা এলাকাগুলোতে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ধারণা করা হয় যে চা বাগানগুলোতে প্রয়োজনীয় সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে চা এর উৎপাদন প্রায় ১০% বৃদ্ধি পাবে এবং অল্পবয়সী গাছের মৃত্যু হার কমবে। নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে চা উৎপাদন প্রায় ৫% বৃদ্ধি করা সম্ভব মর্মে অনুমেয়। শুষ্ক মৌসমে সেচের সুবিধার্থে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য প্রত্যেক চা বাগানে জলাধার নির্মাণ করা আবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে শুষ্ক মৌসুমে চা বাগানগুলোতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানির উৎস সৃষ্টির জন্য মোট ১,৪৯৯.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত নিমোক্তভাবে ১২ বছর মেয়াদী ১ টি উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

টেবিল-১৩

চা বাগানগুলোর সেচ সুবিধা উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি

(পরিমাণ কিঃমিঃ/সংখ্যা এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের খাত	১ম ৫ বছর ২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১		২য় ৫ বছর ২০২১-২০২২ হতে ২০২৫-২০২৬		৩য় ২ বছর ২০২৬-২০২৭ হতে ২০২৭-২০২৮		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
বাঁধ/জলাধার	৩২	৬৩৭.০০	৩২	৬৩৭.০০	১১	২২৫.৯৫	৭৫	১৪৯৯.৯৫
মোট		৬৩৭.০০		৬৩৭.০০		২২৫.৯৫		১৪৯৯.৯৫

এছাড়াও বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ সালে 'Climate Change Trust Fund (PPCCTF)' এর আওতায় 'Adaptation to Impacts of Climate Changes for Sustainable Tea Production' শীর্ষক ২,২৭৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি উন্নয়ন প্রকল্প দাখিল করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৪টি সেচ যন্ত্র সংগ্রহ করা হবে এবং ৫১টি চা বাগানে ২৫টি বাঁধ/জলাধার নির্মাণ করা হবে।

ঝ. চা বাগানে শ্রমিক কল্যাণ: চা বাগানগুলোর মোট জনসংখ্যা ৩,৯০,২৩৮ (২০১৩) যার মধ্যে ২,০২,৯২৩ জন পুরুষ এবং ১,৮৭,৩১৫ জন মহিলা। মোট নিবন্ধিত শ্রমিক সংখ্যা ১,০৬,২০৪ জন এর মধ্যে ৫১,৫৬৯ জন পুরুষ, ৫৪,৬৩৫ জন মহিলা। এছাড়াও ২৮,৩১৩ জন অস্থায়ী শ্রমিক চা বাগানে নিয়োজিত আছেন। চা বাগানে কর্মরত মহিলা শ্রমিকগণ প্রধানতঃ বাগানের কাজ, নার্সারী প্রতিষ্ঠা, কাঁচা পাতা চয়ন এবং আগাছা দমন কাজে নিয়োজিত থাকেন। কারখানা, ক্র্যাশহাউজ, মেডিকেল সেন্টার ও হাসপাতালের বিভিন্ন কাজেও মহিলা শ্রমিকগণ নিয়োজিত থাকেন। পুরুষ শ্রমিকগণ মাঠ, কারখানা এবং হাসপাতালে কাজ করে থাকেন। চা বাগানের শ্রমিকদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে দুর্বল স্বাস্থ্য ও অপুষ্টি। বিদ্যমান বাগানগুলির মাত্র ২৩% চা বাগানে হাসপাতাল সুবিধা রয়েছে। চা শিল্প সবসময় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। উপযুক্ত শ্রমিক, বাসস্থান নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও নর্দমা নির্মাণ, শিশুগৃহ স্থাপন, ডিসপেন্সারি চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও ঔষধ সরবরাহ, চিকিৎসা কর্মকর্তাসহ ব্যবস্থাপকদের জন্য সেমিনার ও কর্মশালা অয়োজন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে চা শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের নিরিখে চা বাগানগুলোতে শ্র মিক কল্যাণ সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্য মোট ১০,২৪১.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত নিম্নোক্তভাবে ১২ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

টেবিল-১৪

চা বাগানে শ্রমিক কল্যানের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি

(পরিমাণ কিঃমিঃ/সংখ্যা এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের খাত	১ম ৫ বছর ২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২০২১		২য় ৫ বছর ২০২১-২২ হতে ২০২৫-২০২৬		৩য় ২ বছর ২০২৬-২৭ হতে ২০২৭-২০২৮		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়
শ্রমিক বাসস্থান	৬০০০	৩০০০.০০	৬০০০	৩০০০.০০	৩০০০	১৫০০.০০	১৫০০০	৭৫০০.০০
শৌচাগার	৬০০০	৪২০.০০	৬০০০	৪২০.০০	৩০০০	২১০.০০	১৫০০০	১০৫০.০০
গভীর নলকূপ	১৫	১৫০.০০	১৫	১৫০.০০	১০	১০০.০০	৪০	৪০০.০০
হস্তচালিত নলকূপ	২০০০	১২৬.০০	২০০০	১২৬.০০	৫০০	৩১.৫০	৪৫০০	২৮৩.৫০
পাতকুয়া	১২৫	২৫.০০	১২৫	২৫.০০	৫০	৮.৩৩	৩০০	৫৮.৩৩
স্বাস্থ্য সেবা	-	১৫০.০০	-	১৫০.০০	-	৭৫.০০	-	৩৭৫.০০
হাসপাতাল/কমিউনিটি ক্লিনিক/ডিসপেন্সারী/ক্রেশ হাউজ	৬	১৫০.০০	৬	১৫০.০০	৩	৭৫.০০	১৫	৩৭৫.০০
মাদারস্ ক্লাব	৪০	৪০.০০	৪০	৪০.০০	২০	২০.০০	১০০	১০০.০০
শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা		১০০.০০	-	-	-	-		১০০.০০
মোট		৪১৬১.০০		৪০৬১.০০		২০১৯.৮৩		১০২৪১.৮৩

ঞ. **চা বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন:** চা শিল্পের তুলনামূলক সুবিধা এর মানব সম্পদের গুণগতমানের উপর নির্ভর করে। কৃষি ভিত্তিক শিল্পের মানব সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে হচ্ছে এই শিল্পের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দক্ষতার ক্রমাগত উন্নয়ন। শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নের মধ্যে তাদের স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে চা শিল্পে নিয়োজিত মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ১২ বছর মেয়াদী একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে যা চা বাগানের ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধানকারী স্টাফ এবং চা শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। চা বোর্ডের প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট এর মাধ্যমে চা বাগান ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও চা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্তভাবে মোট ৪৯৯.৮১ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবেঃ

টেবিল-১৫

চা বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি(ক)

(পরিমাণ কিঃমিঃ/সংখ্যা এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের খাত	১ম ৫ বছর ২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১		২য় ৫ বছর ২০২১-২০২২ হতে ২০২৫-২০২৬		৩য় ২বছর ২০২৬-২০২৭ থেকে ২০২৭-২০২৮		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়
স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা- (চা বাগানের ব্যবস্থাপক/সহকারীগণের জন্য)	৭৫	১২.০০	৭৫	১২.০০	২০	৩.২০	১৭০	২৭.২০
চা উৎপাদন কোর্স- (ষ্টাফদের জন্য)	৬০	২.১৬	৮০	৩.০৬	৪০	৩.১৮	২২০	৮.৪০
কর্মশালা- (ব্যবস্থাপকগণের জন্য)	২৪০	৪.৮০	২৪০	৫.০৪	২৪০	৫.২৯	৯৬০	১৫.১৩
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ- (ষ্টাফদের জন্য)	২৪০	৪.৮০	২৪০	৫.০৪	২৪০	৫.২৯	৯৬০	১৫.১৩
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	২৪০	৪.৮০	২৪০	৫.০৪	২৪০	৫.২৯	৯৬০	১৫.১৩
চা বাগান স্বাস্থ্য সেবক প্রশিক্ষণ	৪০	২.৪০	৪০	২.৫২	৪০	২.৬৫	১৬০	৭.৫৭
শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৩০০	৭৫.০০	-	-	-	-	৩০০	৭৫.০০
প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	৪০	১.৬০	৪০	১.৬৮	৪০	১.৭৬	১৬০	৫.০৪
শিক্ষা সফর	৪০	১.২০	৪০	১.২০	৪০	১.২৫	১৬০	৩.৬৫
বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ	৭০	৪.৫৫	৭০	৪.৭৮	৭০	৫.০১	২৮০	১৪.৩৪
স্থানীয় প্রশিক্ষণ	১২০	৩.৬০	১২০	৩.৭৮	১২০	৩.৯৭	৫০০	১১.৩৫

টেবিল-১৬

চা বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি

বিনিয়োগের খাত	১ম ৫ বছর ২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১		২য় ৫ বছর ২০২১-২০২২ হতে ২০২৫-২০২৬		৩য় ২ বছর ২০২৬-২০২৭ থেকে ২০২৭-২০২৮		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়
চা বোর্ড, PDU এবং BTRI এর কর্মকর্তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ	১২	৬০.০	১২	৬০.০	৭	৩৫.০	৩১	১৫৫.০০
প্লানিংএকাডেমি/ বিপিএটিসিতে (প্রকল্প পরিকল্পনা) প্রশিক্ষণ	০৩ PDU ০৩ BTRI ০৩ BTB ০৩ BKB/ RAKEUB	৭.৮০	০৩ PDU ০৩ BTRI ০৩ BTB ০৩ BKB/ RAKEUB	৮.৪০	০২ PDU ০২ BTRI ০২ BTB ০২ BKB/ RAKEUB	৬.০০	০৮ PDU ০৮ BTRI ০৮ BTB ০৮ BKB/ RAKEUB	২২.২০
BIM/ BARD/ BARI তে (অফিস ব্যবস্থাপনা) স্থানীয় প্রশিক্ষণ	০৫ PDU ০৫ BTRI ০৫ BTB ২০ (চা বাগান)	৫.২৫	০৫ PDU ০৫ BTRI ০৫ BTB ২০ (চা বাগান)	৭.০০	০২ PDU ০২ BTRI ০২ BTB ১৫ (চা বাগান)	৪.৪২	১২ PDU ১২ BTRI ১২ BTB ৫৫ (চা বাগান)	১৬.৬৭

মোট		২২৫.৯		১৫৫.৫		১১৮.৩		৪৯৯.৮১

২৪. চা এর সরবরাহ ও চাহিদা: নিম্নের ছকে ২০১৬ ও ২০২৫ সালে চা এর সম্ভাব্য সরবরাহ ও চাহিদার তথ্যাদি প্রদান করা হলোঃ

টেবিল-১৭
চা এর সরবরাহ এবং চাহিদা

(পরিমাণ মিঃ কেজি এবং মূল্য লক্ষ টাকায়)

বছর	চা আবাদি জমি (হে:)	চাহিদা (মি: কেজি)	কর্ম পরিকল্পনা ছাড়া উৎপাদন (মি: কেজি)	কর্ম পরিকল্পনা সহ উৎপাদন মি: কেজি)	উদ্বৃত্ত+	
					পরিমাণ (মি: কেজি)	মূল্য (মি: টাকা)
২০১৬	৫৯,৫৬৮	৮১.৬৪	৬৯.০১	৬৯.০১	(+) ০০	০০
২০২৫	৬৪,৮৮৬	১২৯	৮৫.৫৯	১২৯.০০	(+) ৪৩.৪১	১০৮৫২

২৫. অর্থায়ন পদ্ধতি: প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৬,৭৩৫.৭০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ঋণের অংশ ৮৩,৪৭৯.৯৭ লক্ষ টাকা (৮৬.৩০%) এবং অনুদান অংশ ১৩,২৫৫.৭৩ লক্ষ টাকা (১৩.৭০%) । এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারের নিজস্ব উৎস হতে প্রদান করা যেতে পারে অথবা ইসি, ডিএফআইডি, জাইকা, সিএফসি, ইউএনডিপি, এডিবি, বিশ্ব ব্যাংক ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের যৌথ উদ্যোগে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। বৈদেশিক সহায়তা গ্রহণের বিষয়টি বিবেচিত হলে যথাযথ পর্যায় থেকে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে ঋণের অংশ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এর মাধ্যমে সহজ শর্তে 'ব্যাংক রেট' অথবা ভর্তুকি সুদে ঋণ হিসাবে প্রদান করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সরকার বাংলাদেশ ব্যাংক এর মাধ্যমে 'বিকেবি' এবং 'রাকাব' কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

২৬. চা শিল্পে মূল্য সংযোজন: প্রচলিত চা নিলাম ব্যবস্থার পাশাপাশি বর্তমানে বাগান হতে সরাসরি প্যাকেটজাত চা বিপণন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এ ব্যবস্থায় চা বাগানগুলোকে তাদের বাৎসরিক উৎপাদনের ২৫% পর্যন্ত বাগানে প্যাকেটজাত করে অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রির অনুমতি দেয়া হয়। এ পদ্ধতিতে বর্তমানে তিনটি দেশীয় কোম্পানি তাদের বাগানে উৎপাদিত চা নিজেদের ব্র্যান্ডে প্যাকেটজাত করে নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র এবং খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতাদের মাধ্যমে ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে থাকে। তাছাড়া, আরো কিছু ব্লেন্ডিং প্রতিষ্ঠান নিলাম থেকে চা ক্রয় পূর্বক নিজস্ব ব্র্যান্ডে প্যাকেটজাত করে অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রি ও বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। ব্লেন্ডিং ও প্যাকেটজাতকরণ এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত পণ্যকে মূল্য সংযোজিত করে ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করা হয়। ভোক্তারা সঠিক ওজন ও অভিন্ন গুণাগুনের জন্য প্যাকেটজাত চা পছন্দ করেন। বাংলাদেশে উৎপাদিত অধিকাংশ চা উৎপাদিত দ্রব্য হিসেবে বাজারজাত করা হয়, পণ্য হিসেবে নয়। ফলে উৎপাদনকারীগণ তাদের উৎপাদিত দ্রব্য ভাল দামে বিক্রি করতে পারে না। মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে বাংলাদেশে উৎপাদিত চা এর মূল্য বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ক. চা এর উদ্দিষ্ট ভোক্তা : দেশ ও বিদেশের উদ্দিষ্ট ভোক্তাদের পছন্দ অনুযায়ী চা প্রক্রিয়াকরণ করা যেতে পারে। বিশেষ প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিতে ভোক্তাদের পছন্দ অনুযায়ী প্যাকেটজাত করা হলে চা এর মূল্য কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পাবে।

খ. প্রচারণাঃ দেশে ও বিদেশে পত্র, পত্রিকা এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে উৎপাদিত চা এর গুণাগুণ ও চা পানের উপকারিতা প্রচারের মাধ্যমে চা'এর চাহিদা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

গ. দ্রব্য পার্থক্যকরণ (পণ্য বিভেদ): ভোক্তার ধরণ তথা প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী চা প্যাকেটজাত করে একই চা বিভিন্ন ভাবে ভোক্তাদের নিকট উপস্থাপন করা হলে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

২৭. বাংলাদেশের চায়ের জন্য ব্র্যান্ড তৈরি: বাংলাদেশে বিদ্যমান চা বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় মূলতঃ চা বাগানগুলোতে তৈরি চা বাল্ক হিসেবে বাগান থেকে চট্টগ্রাম নিলামে প্রেরণ করা হয়। নিলাম থেকে বিডারগণ চা ক্রয় করে বাল্ক হিসেবে অথবা প্যাকেটজাত করে পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে বাজারে সরবরাহ করে থাকে। তাছাড়া, উৎপাদিত চায়ের কিছু অংশ উৎপাদনকারীগণ, বাংলাদেশ চা বোর্ডের অনুমতিক্রমে বাগানে প্যাকেটজাত করে সরাসরি বাজারে সরবরাহ অথবা বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত ব্রোকারদের মাধ্যমে সপ্তাহিক ভিত্তিতে চা'এর নিলাম পরিচালনা করে থাকে। বিডারগণ অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহের জন্য নিলাম মূল্যের ওপর ১৫% ভ্যাট দিয়ে এবং বিদেশে রপ্তানির জন্য শূন্য ভ্যাটে নিলাম থেকে চা ক্রয় করে থাকে। চা

বাগানগুলোতে তৈরি চা বিশেষভাবে তৈরি ব্যাগ/বস্তায় ভর্তি করে ব্যাগে/বস্তার ওপর সংশ্লিষ্ট চা বাগানের নাম, চায়ের ধরণ, গ্রেড, ওজন ইত্যাদি তথ্যাদি লিখে নিলামের জন্য প্রেরণ করা হয়। চা তৈরির জন্য ব্যবহৃত কাঁচা পাতার উৎসের ভিত্তিতে তৈরি চা-কে ক্লোন চা ও বীজজাত চা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে তৈরি চা-কে আবার সিটিসি (৯৯.৫০%) অর্থোডক্স (০.০০%) এবং গ্রীন টি (০.০৫%) এ তিন শ্রেনীতে ভাগ করা হয়। বাংলাদেশে সিটিসি পদ্ধতিতে উৎপাদিত চা-কে চা দানার আকারের ভিত্তিতে আবার দশটি গ্রেডে ভাগ করা হয়। বাংলাদেশে বিভিন্নভাবে চায়ের ব্র্যান্ড তৈরি করা সম্ভব। প্রাথমিকভাবে বিটিআরআই খামারে তৈরি বিটি-২ জাতের চা দিয়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহের জন্য ব্র্যান্ড তৈরি করা যেতে পারে। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য কোলানজাত চা দ্বারা পৃথক ব্র্যান্ড তৈরি করা যেতে পারে।

২৮। সুপারিশ: বাংলাদেশের চা শিল্পের বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ উপস্থাপন করা হলঃ

ক. বাংলাদেশের চা' এর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উল্লিখিত দশটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ. চা খাতে বিনিয়োগের বৃদ্ধির জন্য জরুরি ভিত্তিতে সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

গ. চায়ের মাঠ ও কারখানা উন্নয়ন এবং শ্রমিক কল্যাণ সুবিধাদি বৃদ্ধির নিমিত্ত দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগের জন্য স্বল্প সুদে সহজ কিস্তিতে পর্যাপ্ত তহবিল দেয়া আবশ্যক। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলা করে টেকসই চা উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল প্রয়োজন।

ঘ. চা সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক রেট সুদে পুনঃঅর্থায়ন, সুদ ভর্তুকি এবং অনুদান প্রদান করা যেতে পারে।

ঙ. বাংলাদেশ চা বোর্ডের উন্নয়ন কার্যাবলীকে যতদূর সম্ভব বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

চ. চা শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই শিল্পের সাথে জড়িত সকলের সম্বলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২৯. পথ নকশার পরিকল্পিত কর্মকান্ড বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:পথ নকশা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে তার মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন চা বোর্ড এবং তার অঙ্গ সংগঠন সমূহ সম্পাদন করবে। এছাড়া বাগান মালিক, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর এব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকবে। ১০ টি কর্মকৌশলের ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প তৈরির মাধ্যমে পথ নকশার পরিকল্পনা সমূহ বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটি। এখানে উল্লেখ্য প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরের প্রতিনিধিগণ থাকবেন। প্রকল্প সমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে চায়ের গড় উৎপাদন ১২৭০ কেজি থেকে পর্যায়ক্রমে ১৫০০ কেজিতে উন্নীত হবে। মোট চা উৎপাদন ৬৭.৩৮ মিলিয়ন কেজি থেকে ১২৯ মিলিয়ন কেজিতে উন্নীত হবে। চা কারখানা আধুনিকায়নের কারণে চায়ের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন খরচ কমে যাবে। রপ্তানি ০.৪৯ মিলিয়ন কেজি থেকে বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানি ১০.৬৮ মিলিয়ন কেজি থেকে কমে যাবে। শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে। চা শ্রমিক পোষ্যদের শিক্ষা মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নিত হবে। বর্তমানে চা চাষের আওতায় থাকা ৫৯০১৮ হেক্টর জমি বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪৮৮৬.২৫ হেক্টরে উন্নিত হবে। এছাড়াও বিটিআরআই শক্তিশালী হওয়ার কারণে তার উপকেন্দ্র সমূহ আরো গতিশীল হবে। এতে বিভিন্ন জেলার চা চাষীদের কাছে সহজেই চা বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান পৌছে দেওয়া সম্ভব হবে।

৩০.উপসংহার: জনসাধারণের নিকট সবচেয়ে কমদামি এবং সর্বাধিক উপভোগ্য পানীয় বিধায় দেশে ও বিদেশে অদূর ভবিষ্যতে চায়ের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। লক্ষণীয় যে, আমাদের দেশে চায়ের উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির হারে তারতম্য ঘটায় ২০১৫ সনে ১০.৬৮ মিলিয়ন কেজি চা আমদানি করতে হয়েছে । এই প্রেক্ষাপটে আমরা চা আমদানি করবো নাকি অধিক চা উৎপাদনের জন্য চা খাতে বিনিয়োগ করবো সে বিষয়ে একটি নীতিগত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর জন্য ২০২৫ সাল নাগাদ ১২৯.৪৩ মি: কেজি চা উৎপাদন করা অপরিহার্য। এই অতিরিক্ত চা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের ক্ষমতা চা বাগান মালিক ও ক্ষুদ্র চা উৎপাদনকারীদের নেই। এ অবস্থায় বিদ্যমান প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করে চা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিকতর বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ অত্যাবশ্যক। প্রতি বছর বাংলাদেশ চা বোর্ডের কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম বাৎ সরিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। উন্নয়নের জন্য সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব পদ্ধতিও অনুসরণ করা যেতে পারে। আমাদেরকে স্পর্শকাতরতা বিশ্লেষণ করতে হবে এবং চা শিল্পে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ নিরূপন করতে হবে। যেহেতু চা শিল্পের সাথে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের বিষয় সম্পৃক্ত সেহেতু এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা আবশ্যক। চা একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্প, আমরা এর পূর্বের ঐতিহ্য হারিয়ে

যেতে দিতে পারি না। বাস্তবতা এই যে বর্তমান উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া উৎপাদনকারীগণের টিকে থাকা কঠিন। এই প্রেক্ষিতে চা শিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। রুগ্ন চা বাগানের মালিকেরা বাগান উন্নয়নে সক্ষম না হলে বাগানগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও দক্ষ উদ্যোক্তাদের নিকট হস্তান্তর করা প্রয়োজন। চা খাতের মূল সমস্যা হচ্ছে বিনিয়োগের অভাবজনিত কারণে সৃষ্ট উৎপাদনের নিম্ন প্রবৃদ্ধি। বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল প্রবাহ থাকলে চায়ের উৎপাদন অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি সম্প্রসারণে সহায়ক হবে। একই সাথে এ শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, চা বাগানগুলোর লভ্যাংশ বৃদ্ধি করবে ফলে চা শ্রমিকদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। চা শিল্পের সম্ভবতা অনুধাবনের জন্য এক্ষণে বাংলাদেশের চা' এর জন্য উন্নয়ন সহযো গিতার পাশাপাশি প্রণীত উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল যোগান ও সহায়তা দেয়া প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে যথাযথ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে যতদ্রুত সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম এগিয়ে নিতে হবে যাতে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি তাঁর পুরোনো গৌরব "চা রপ্তানিকারক দেশ-বাংলাদেশ তাঁর অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে রপ্তানি অব্যহত রেখেছে " শ্লোগানটি উচ্চারণ করতে পারে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় রপ্তানি বৈচিত্রকরণ ও বহুমূখী করণ লক্ষ্যকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।